শিক্ষামৃত নির্যাস

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

।৭

শিক্ষামৃত-নির্য্যাস

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথ-দাস গোস্বামিপ্রভুকৃত মনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত-উপদেশ-অমৃত

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রীদশমূল-নির্য্যাস

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'ভজন-দর্পণ' ভাষ্য, 'পদ্যানুবাদ' এবং অন্বয় ও শ্লোকার্থ সহ 'মনঃশিক্ষা'। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' 'মর্ম্মানুবাদগীতি' ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামিঠাকুরকৃত 'অনুবৃত্তি', ও 'ভাষ্য' এবং অন্বয় ও শ্লোকার্থ সমন্বিত 'শ্রীউপদেশামৃত'; অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি-সমন্বিত 'শ্রীদশমূল-নির্য্যাস'।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

অনুকম্পিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান

মহেশ লাইব্রেরী (পুস্তক বিক্রেতা) ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

(কলেজস্কোয়ার) কলিকাতা-৬

ভিক্ষা ~~পাঁচ~~ টাকা মাত্র

২২.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় 'শিক্ষামৃত-নির্যাস' গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। বহুভাগ্যে জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িনী শ্রদ্ধার উদয় হইলে তখন যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা সমস্তই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়তম পার্ষদ জগন্মান্য শ্রীল-রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু যে দ্বাদশ-শ্লোকাত্মক 'মনঃশিক্ষা' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রাণ স্বরূপ। উক্ত মনঃশিক্ষার শ্রীশ্রীগৌর-নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় "ভজন-দর্পণ" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া প্রতিটী শব্দের গূঢ় উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল-ভাবে সহজ-ভাষায় পরিস্ফুট করাতে তাহা সাধক ও সিদ্ধ ভক্ত মাত্রেরই পরমোপাদেয় হইয়াছে। তাহাতে আবার তৎকৃত পদ্যানুবাদ সংযোজিত হওয়ায় আরও অধিকতর পরমাদরের বস্তু হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর অভিধেয়রসাচার্য্য শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মুখকমল-বিনিস্থত "উপদেশামৃত" অপার করুণা বশতঃ মরণশীল জীবজগতে নিত্যজীবন ও অমরত্ব লাভের একমাত্র মহৌষধিরূপে বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই উপদেশামৃত এতৎ সহ সংযুক্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরনিজজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় উক্ত উপদেশামৃতের বঙ্গভাষায় 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তি, পদ্যভাষা ও মর্ম্মানুবাদ-গীতি রচনা করিয়া ভক্তি-সাধকগণের নিত্যপালনীয় সদাচার-অনুশীলনের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আবার জগদ্গুরু আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাহার পদ্য-ভাষা ও অনুবৃত্তি প্রকাশ করায় তাহা আরও সহজবোধ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। উক্ত মনঃশিক্ষা ও উপদেশামৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাণ-স্বরূপ।

উক্ত গ্রন্থদ্বয় সহ শ্রীশ্রীগৌরপ্রিয়পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত সমস্ত শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনোত্থিত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-সার দশমূল-নির্যাস সংযোজিত হওয়ায় সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা,

উপদেশ ও সিদ্ধান্তের অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার সার সংগ্রহ করা কলিহত জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য হওয়ায় পরম কারুণিক পতিতপাবন-শিরোমণি আচার্য্যগণ জীবের একমাত্র জ্ঞাতব্য ও পালনীয় বিষয় গুলি প্রকাশ করিয়া জীবমঙ্গলের পরমোৎকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, নিত্যসিদ্ধ ভাগবৎপার্ষদগণের প্রকাশিত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তামৃত পান করিয়া সুধী পাঠকগণ কৃতার্থ হইয়া কৃপা করিলে আমি ধন্য হইব। ইহাতে যদি কিছু দোষ ত্রুটি থাকে তাহা অদোষদর্শী সুধী পাঠকবর্গ কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

মুদ্রণ-শোধন

মনঃশিক্ষা

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৫	গোণনাম	গৌণনাম
৩	১৮	অবিদ্য	অবিদ্যা
১২	১৫	অর্থৎ	অর্থাৎ
১৭	৬	পুণ	পূর্ণ
২১	৮	রাত	রতি
২৪	২২	র্কুতক-কর্কশ	কুতর্ক-কর্কশ
২৫	১২	পুরষর	পুরুষের
২৭	১০	র্করিতেছে	করিতেছে
৪৬	২২	চাকত	চকিত
৬৫	১৩	নামে নামে	নামে

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতম্

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৫	১৪	বশ্বাসো	বিশ্বাসো

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। ভজন সন্দর্ভ ১ম বেন্ত হইতে ৬ষ্ঠ বেন্ত—ছয় খণ্ডে প্রকাশিত। অভিনব গ্রন্থ। আনুকুল্য ৬টি বেন্ত একত্রে—৬৪'০০ টাকা মাত্র।

২। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ। আনুকূল্য—২৫'০০ (পঁচিশ টাকা মাত্র।)

৩। স্ফোটবাদ-বিচার। আনুকূল্য—৬'৫০ (সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।)

৪। শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত চমৎকারী ভৌমলীলামৃত। ১ম নবদ্বীপ-বিলাসের আনুকূল্য—৭'০০ সাত টাকা; ২য় ভ্রমণ-বিলাসের আনুকূল্য—৮'০০ আট টাকা মাত্র; ৩য় শ্রীক্ষেত্র-বিলাসের আনুকূল্য—১০'০০ দশ টাকা। তিন খণ্ড একত্রে—২৫'০০ পঁচিশ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিত সুধা। আনুকূল্য—৬'০০ ছয় টাকা মাত্র।

৬। অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ। আনুকূল্য—৪'০০ চারি টাকা মাত্র।

৭। মায়াবাদ-শোধন। আনুকূল্য—৪'০০ চারি টাকা মাত্র।

৮। গীতার তাৎপর্য্য। আনুকূল্য—২'৫০ আড়াই টাকা মাত্র।

৯। গৌরশক্তি শ্রীগদাধর। আনুকূল্য—১'৫০ দেড় টাকা মাত্র।

১০। শিক্ষামৃত-নির্যাস। আনুকূল্য—৫'০০ পাঁচ টাকা মাত্র।

১১। শিবতত্ত্ব। আনুকূল্য—১'২৫ এক টাকাপঁচিশ পয়সা মাত্র।

১২। শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন। আনুকূল্য—১'২৫ একটাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র।

১৩। তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন পদ্ধতি আনুকূল্য—১'০০ এক টাকা মাত্র।

(ডাকমাশুল সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস ৫২এ কৈলাসবোস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমদ্রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিত

মনঃশিক্ষা।

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরাভ্যাং নমঃ।

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বমতিতরাময়ে
স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥১॥

অন্বয়—১। অয়ে (হে) ভ্রাতঃ (ভাই) স্বান্তঃ (মন)! [আমি তোমার] ধৃতপদঃ (চরণ ধরিয়া) চটুভিঃ (চাটুবাক্যে) অভিযাচে (প্রার্থনা করিতেছি.)—[তুমি] সদা (সর্ব্বদা) দম্ভং (দম্ভ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) গুরৌ (শ্রীগুরুদেবে), গোষ্ঠে (ব্রজধামে), গোষ্ঠালয়িষু (ব্রজবাসিগণে), সুজনে (সজ্জনে অর্থাৎ বৈষ্ণবে), ভূসুরগণে (ব্রাহ্মণগণে), স্বমন্ত্রে (নিজ দীক্ষা-মন্ত্রে), শ্রীনাম্নি (শ্রীহরিনামে), ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে (ব্রজের নবতরুণযুগলের [চরণ-] আশ্রয়ে) অতিতরাম্ (সমধিকভাবে) অপূর্ব্বাং (অতুলনীয়) রতিং (অনুরাগ) কুরু (অবলম্বন কর)।

"ভজনদর্পণ"-নাম ভাষ্যম্

শ্রীশ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

যিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু সমস্ত (ভজন-) রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজগন্মান্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তৎকৃত "মনঃশিক্ষা" গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতেছি। এই দ্বাদশটী শ্লোক গোড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রাণধন। শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বহুভাগ্যক্রমে যে সময় জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তাঁহার যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই সমস্তই এই পুস্তিকায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্লোকার্থ :—হে স্বান্ত—হে ভ্রাতঃ মনঃ! তোমার চরণ ধরিয়া কাকুতিবাক্যে আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,—তুমি শ্রীগুরু, শ্রীব্রজধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সুজন, ভূসুরগণ, স্বমন্ত্র, শ্রীহরিনাম ও শ্রীব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তিতে দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত অপূর্ব্বরতি বিধান কর॥ ১॥

১। **শ্রীগুরু** :—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। গুরুর প্রতি কিরূপ রতি বিধান করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

২। ব্রজধাম :—গোকুল, নন্দীশ্বর, গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, যাবট প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাস্থল।

৩। ব্রজবাসিগণ :—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যে সমস্ত ঐকান্তিক ভক্ত-জীব ব্রজে বাস করেন। শুদ্ধভক্তমাত্রেই ব্রজবাসী, যেহেতু তাঁহারা শরীরে বা মানসে ব্রজে বাস করেন। ইহারা উত্তম ভাগবত।

৪। সুজন :—যে সম্প্রদায়-ভুক্তই হউন, স্বরূপতঃ ব্রজে বাস করেন নাই, এরূপ সাম্প্রদায়িক ও ভগবদ্ভক্তগণ। ইহারা মধ্যম ভাগবত।

৫। ভূসুরগণ :—বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্ম-শিক্ষক ব্রাহ্মণগণ। ইহারা কনিষ্ঠ ভাগবত।

৬। স্বমন্ত্র :—শ্রীগুরুর নিকট প্রাপ্ত ভগবন্মন্ত্র।

৭। হরিনাম :—'শ্রীহরি', 'শ্রীরাধাকান্ত', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীগোবিন্দ', ইত্যাদি মুখ্যনাম। 'পতিতপাবন', 'পরমাত্মা' ইত্যাদি গৌণনাম। মুখ্যনামই আশ্রয়ণীয়।

৮। ব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তি :—একান্তভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণাশ্রয়কে 'শরণাপত্তি' বলি।

৯। দম্ভ :—মায়া, ছল, অবিদ্যা, কপট, অসরলতা, শাঠ্য, ইত্যাদি 'দম্ভ'। ভক্তির অনুশীলনে যদি ভক্তির উন্নতি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার আশা থাকে, তবে (তাহা) কপট হয়। ভক্তির উপর যেস্থানে জ্ঞান বা কর্ম্মের প্রাবল্য, সেই স্থানেই অবিদ্যার বলবৃদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে কোনপ্রকার প্রাতিকূল্য-

ভাব থাকিলে, তাহা মায়াচ্ছন্নতা। এই সমস্ত ত্যাগ করিবে। শুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করিলে বর্ণাশ্রমগত, জড়লালসাগত ও স্বরূপভ্রমগত সমস্ত দম্ভই দূর হয়।

১০। অপূর্ব্বরতি :—আত্মরতিই শুদ্ধরতি। বদ্ধজীবে তাহা লিঙ্গগত হইয়া ক্রমশঃ জড়াশ্রয়া বিষয়-রতি হইয়াছে। শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তিতে কেবল আত্মরতির স্থিতি, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সকল আত্মার আত্মা। বদ্ধাবস্থায় সেই রতির যতটা উদয় হইতে পারে ততটাই অপূর্ব্বরতি।

১১। অতিশয় বিধান কর :—বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত অবলম্বন কর। 'ভাগ্য থাকে, হইবে'—এরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। আত্মবল যত প্রকাশ পাইবে ততই কর্ম্মপ্রসূত ভাগ্যের ক্ষয় হইবে এবং সাধুর ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই।

এই উপদেশের তাৎপর্য্য,—যতক্ষণ সাধুসঙ্গবল-ক্রমে কর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ না হয়, ততক্ষণ 'শ্রদ্ধা' হয় নাই। 'শ্রদ্ধা' যতদিন হয় নাই, ততদিন সদুপদেশ-লাভের যোগ্যতা হয় নাই। শ্রদ্ধা যদি হইয়া থাকে, তবে প্রথমে দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ে যুগল-মন্ত্র গ্রহণ কর। মন্ত্র লাভ করিয়া দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুগণকে আত্মরতির দ্বারা পূজা কর। গুরুকে মুনিবুদ্ধি-সহকারে কেবল সম্মান না করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান। ত্রিবিধ বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য প্রীতি ও বন্ধুসৎকার কর। মন্ত্রে ও নামে রতি কর। যুগল-তত্ত্বকে প্রাণস্বরূপ জানিয়া শরণাগতি অবলম্বন কর॥ ১॥

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল-ভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
ধরি, মন, চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া, ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামি-পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥২॥

অঃ—২। মনঃ (হে মন)! [তুমি] কিল (সত্যই) শ্রুতিগণ-নিরুক্তং (শ্রুতিসমূহে অর্থাৎ শাস্ত্রে কথিত) ধর্ম্মং

(ধর্ম্মকার্য্য) ন কুরু (করিও না), অধর্ম্মং ন (অথবা, অধর্ম্মও করিও না), পরং (কিন্তু), ইহা (এই) ব্রজে (ব্রজধামে) রাধা-কৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যাং (শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা) তনু (অনুষ্ঠান করিতে থাক); [আর] শচীসূনুং (শ্রীশচীনন্দনকে) নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে (নন্দীশ্বর-পতির [নন্দগ্রাম-পতির] পুত্ররূপে) [এবং] গুরুবরং (শ্রীগুরুদেবকে) মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠরূপে) অজস্রং (সর্ব্বদা) স্মর (চিন্তা কর)।

পূর্ব্বপক্ষ:—প্রথম সংশয় এই যে, দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিয়া জীব কিরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীত ত' জীবন-যাত্রার নির্ব্বাহ হয় না! দ্বিতীয় সংশয় এই যে, যদি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজন স্বীকার করা যায়, তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুকে কি বলিয়া জানিবে? তৃতীয় সংশয় এই যে,—শ্রীগুরুদেবকে কি করিয়া ভাবনা করা যাইবে? তদুত্তরে মীমাংসা-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—

শ্লোকার্থ:—শ্রুতিগণনিরুক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই করিও না। শ্রুতিগণ যাহা সর্ব্বোপরি সর্ব্বোপাদেয় বলিয়া চরমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর। শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ কর ॥ ২ ॥

১। **শ্রুতিগণ-নিরুক্ত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছুই করিও না**,—মানবগণ যাহা যাহা করে, সে সকলই হয় ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বলিয়া শ্রুতিতে নিরুক্ত আছে। যদি সে-সমুদয় নিষেধ করা

যায়, তবে একক্ষণও জীবন থাকে না। কৃতিসাধ্য কর্ম্মমাত্রকেই যে শ্রীদাস-গোস্বামী নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নয়। জগতে দুই প্রকার জীব—বিজ্ঞ ও অজ্ঞ। অজ্ঞ জীব বিনা শাসনে কার্য্য করে না। যাহা স্বয়ং করিতে যায়, তাহা অমঙ্গলপ্রদ হয়। তাহাদের জন্য শ্রুতি ও তদনুগামী স্মৃতিসকল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিয়া কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের স্বরূপজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা বিজ্ঞ। তাঁহাদের জন্য শাসনবাক্য কথিত হয় নাই। তাঁহাদের জন্য শ্রুতিগণ আত্মরতি, কৃষ্ণরতি বা শুদ্ধসেবা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধালু পুরুষ সেই 'বিজ্ঞ'-শ্রেণীভুক্ত। অতএব গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্টি না করিয়া প্রভু-যুগলের পরিচর্য্যার উপদেশ করিয়াছেন। সাধকের জীবনে যত প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য হইবে, সে-সমুদয়ই যুগলসেবামায় হওয়া বিধেয়। বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ অবস্থায় বেদোদিত সমস্ত কার্য্যই ভগবৎ-সেবাপর করিবে,—গৃহে সেবা স্থাপন-পূর্ব্বক ধনধান্যাদি-সংগ্রহ, পরিবার-প্রতিপালন, বিষয়রক্ষা, গৃহ-নির্ম্মাণাদি সমস্ত কার্য্যই প্রভুর কার্য্য জানিয়া করিবে। আপনাকে কেবল 'প্রভুর সেবার দাস' বলিয়া জানিবে। কোন কার্য্যফলই আত্মসাৎ করিবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত শ্রাদ্ধাদিও সেবান্তর্গত করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। যখন বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিবে, তখন ত' স্বরূপতঃ ব্রজবাস ও যুগলসেবা সহজ হইবে। তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিবেন, তাঁহারা মানসে ব্রজবাস করিবেন।

২। শ্রীশচীনন্দনকে 'শ্রীনন্দনন্দন' বলিয়া ও শ্রীগুরুদেবকে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ' বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। সমস্ত যুগল-পরিচর্য্যার সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্মরণ করিবে; তাহা না করিলে পরমার্থ সিদ্ধ হইবে না। শ্রীশচীনন্দনের স্বতন্ত্র পূজা করিলে তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদ-জ্ঞান থাকে না। অভেদজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণপূজায় তাঁহার স্মরণ সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকে। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সংসার-মোচনকর্ত্তার অতি প্রিয়পাত্র। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুকে প্রেরণ করিয়াছেন,—এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়সখী বলিয়া শ্রীগুরুদেবকে জানিলে সর্ব্বত্র সুষ্ঠু হয় ॥ ২ ॥

'ধর্ম্ম' বলি' বেদে যা'রে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যা'রে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ॥
যাচি, মন, ধরি' তব পায়।
সে-সকল পরিহরি,' ব্রজভূমে বাস করি',
রত হও যুগলসেবায় ॥
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন ॥
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন গুরুদেবে জান, মন,
তোমা' লাগি' পতিতপাবন ॥

জগতে প্রকট, ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল ॥
তাঁহার চরণে ধরি,' তদাদেশ সদা স্মরি,'
এ ভক্তিবিনোদে দেহ' বল ॥২॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুববন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥৩॥

অঃ—৩। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) যদি প্রতিজনুঃ (যদি প্রতিজন্মে) ব্রজভূবি (ব্রজভূমিতে) সরাগং (রাগানুগা ভক্তির সহিত) আবাসম্ (বসতি) ইচ্ছেঃ (আকাঙ্ক্ষা কর), [আর], চেৎ (যদি) তৎ যুবদ্বন্দ্বং (সেই তরুণযুগলকে অর্থাৎ শ্রীরাধা-মাধবকে) আরাৎ (সাক্ষাদ্ভাবে) পরিচরিতুং (সেবা করিতে) অভিলষেঃ (বাসনা কর), তদা (তাহা হইলে) স্ফুটং (স্পষ্টই) শৃণু (শুন,)—ইহ (এই জীবনে) স্বরূপং (শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী প্রভুকে), সগণং (নিজজন-সহিত) শ্রীরূপং (শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুকে), তস্য (তাঁহার) অগ্রজম্ অপি (অগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকেও) নিত্যং (সর্ব্বদা) প্রেম্ণা (প্রীতিভরে) স্মর (স্মরণ কর) ও নম (নমস্কার কর)

পূর্ব্বপক্ষ,—যে-কোন সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা-লাভ করিলে রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস-লাভ হইতে পারে কি না ? তদুত্তরে এই,—

শ্লোকার্থ :—যদি রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস-লালসা কর এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা আশা কর, তবে হে মন ! তুমি জন্মে জন্মে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্রদিগকে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

১। রাগাত্মিকা ভক্তি,—ভক্তির সাধন ও সিদ্ধির তিনটী অবস্থা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত—

(১) "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥" অর্থাৎ—প্রেমোদয়ের বহুক্রম থাকা সত্ত্বেও সচরাচর যাহা দেখা যায়, এরূপ একটি ক্রম রক্ষা হইতেছে। ক্রম যথা :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও তদনন্তর প্রেম উদিত হন। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম।

সাধকদিগের সাধন-সময়েই বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে সাধনভক্তি দ্বিবিধা। ফলকালেও তদ্রূপ একটি সূক্ষ্ম ভেদ থাকে। বৈধী-ভক্তিবিষয়ে শ্রীরূপ—

(২) 'যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥ শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যা-দয়ান্বিতা। বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদা-মার্গ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ—যে সাধনভক্তিতে প্রবৃত্তি রাগের দ্বারা না হইয়া

শাস্ত্র-শাসনক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধীসাধনভক্তি বলে। প্রবল শাস্ত্রোক্তিসমূহের দ্বারা এই বৈধী ভক্তি মর্য্যাদা বা গৌরবযুক্তা বলিয়া ইহাকে কোন কোন মহাজন 'মর্য্যাদামার্গ' বলিয়া থাকেন। রাগানুগা-বিষয়ে শ্রীরূপ—

(৩) "বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুস্মৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ॥ তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে। সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা॥"

অর্থাৎ—ব্রজবাসিজনাদিতে যে ভক্তি স্পষ্টরূপে বিরাজমান দেখা যায় তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তি রাগানুগা ভক্তি নামে অভিহিতা হন।

উক্ত রাগানুগা ভক্তি বিবেচনা করিবার জন্য প্রথমে রাগাত্মিকা ভক্তি কথিত হইতেছে। অভিলষিত বিষয়ে (প্রেমময় তৃষ্ণাবশতঃ) স্বাভাবিক গাঢ় অভিনিবেশকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার,—যথা (১) কামরূপা ও (২) সম্বন্ধরূপা।

(৪) "রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥ তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্॥ বৈধভক্ত্যাধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষ্যতে॥ কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং

নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা ॥ সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ॥ তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ অন্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥"

অর্থাৎ—কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের ভাব-প্রাপ্তির জন্য যাঁহার লোভ, তিনিই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রাদিতে নন্দ-যশোদাদির ভাব-মাধুর্য্যাদি মাত্র শ্রবণ করতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার্থ বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তিতে অধিকার ; কারণ বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা আছে।

কৃষ্ণকে ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণের প্রিয়তমজনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যাঁহার লোভ আছে, তিনি সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহ দ্বারা ও সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তঃচিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহ দ্বারা কৃষ্ণের ব্রজস্থ প্রিয়তমজনের ও তদনুগজনগণের অনুসরণ পূর্ব্বক সেবা করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি (স্বাদযোগ্য) যে সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইতেছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও তাহারা অঙ্গ, ইহা বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন।

সাধনদশা অতিক্রম করত ভাবদশা। ভাবের অন্য নাম 'রতি'। 'রতি' সম্বন্ধে শ্রীরূপ (উজ্জ্বলনীলমণিতে),—

(৫) "ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ। যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্। স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোত্থন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥ অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্। প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেম-শব্দেন সূরিভিঃ॥ যস্য যাদৃশজাতীয়ঃ কৃষ্ণে প্রেমা-ভ্যুদঞ্চতি। তস্যাং তাদৃশজাতীয়ঃ স কৃষ্ণস্যাপ্যুদীয়তে॥"

অর্থাৎ—এই রতিই প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয়। ইহা বিমুক্ত শ্রেষ্ঠভক্তগণের মৃগ্য। এই রতি দৃঢ় হইলে প্রেমের উদয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায়—ইক্ষুর বীজ হইতে ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতপল নামে কথিত হয়। অতএব প্রেমবিলাসসকল স্নেহাদি ছয় প্রকার। সূরিগণ এ সকলকে প্রায়ই প্রেমশব্দে অভিহিত করেন। যাহার কৃষ্ণে যে প্রকার প্রেমার উদয় হয়, কৃষ্ণেরও তাহাতে তাদৃশ প্রীতি উদিত হয়।

নিগূঢ় বিচারে ব্রজে যে শৃঙ্গাররস-সম্বন্ধী প্রেমা, তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়ে যদি থাকে, তবে স্বল্প। এতন্নিবন্ধন শ্রীদাস-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীস্বরূপাদি মহোদয়কে শিক্ষা গুরুরূপে বরণ করিতে তদ্ভাবলিপ্সুদিগকে উপদেশ করিয়াছেন।

২। জন্মে জন্মে,—প্রেমলক্ষণা রাগাত্মিকা ভক্তি অনেক জন্মে সিদ্ধ হয়। কৃপা হইলে শীঘ্রই সিদ্ধ হয়॥ ৩॥

রাগাবেশে ব্রজধাম- বাসে যদি তীব্র কাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস- পরিচর্য্যা-সুলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে॥
বলি তবে, শুন, মম মন।
ভজনচতুরবর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন॥
সগণ শ্রীরূপ—যিনি, রসতত্ত্বজ্ঞান-মণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্ট প্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্মর, নম, তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ-প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর॥৩॥

———

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥৪॥

অঃ—৪। মনঃ (হে মন)! মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ (শুদ্ধবুদ্ধি-

রূপ সর্ব্বস্বাপহারিণী) অসদ্‌বার্ত্তা-বেশ্যাঃ (অসৎকথারূপিণী বেশ্যাকে) বিসৃজ (পরিত্যাগ কর) ; মুক্তিব্যাঘ্র্যাঃ (মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রীর) সর্ব্বাত্মগিলনীঃ (আত্মসত্তার নাশিনী) কথাঃ (কথা) কিল (নিশ্চয়ই) ন শৃণু (শ্রবণ করিও না)। ত্বং (তুমি) ব্যোমনয়নীং (পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপ্রাপিকা) লক্ষ্মীপতিরতিম্ অপি (শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) ইতঃ (এই) ব্রজে (ব্রজধামে) স্বরতিমণিদৌ (নিজ-প্রেমরত্ন-দাতা) রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) ভজ (ভজন কর)।

প্রেমলাভের প্রতিবন্ধক নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

শ্লোকার্থ ঃ—হে মনঃ! মতিসর্ব্বস্বহরণী অসদ্বার্ত্তারূপা বেশ্যা ও সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা নিশ্চয়রূপে পরিত্যাগ কর। আরও বলি, পরব্যোমগতি-দায়িনীরূপা লক্ষ্মীপতির সম্বন্ধে রতি ত্যাগপূর্ব্বক স্বরতিদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্রজে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

১। মতিসর্ব্বস্বহরণী অসদ্বার্ত্তারূপা বেশ্যা,—বেশ্যা যেমন লম্পট ব্যক্তির অর্থ, সর্ব্বস্ব হরণ করে, অসদ্বার্ত্তাও তদ্রূপ মতিসর্ব্বস্ব হরণ করে। পরমার্থলাভে মতিই জীবের একমাত্র ধন। তাহাই ভজনশীল পুরুষের সর্ব্বস্ব। অসদ্বার্ত্তাই কেবল তাহা হরণ করে। অনিত্য বস্তুর আলোচনা ও সম্বন্ধ সমস্তই অসৎ। ক্ষুদ্রার্থপ্রদ শাস্ত্র-আলোচনা, অর্থপিপাসা, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গি-জনসঙ্গ ইত্যাদি অসদ্বিষয়। তদ্বিষয়ে সাভিলাষ অনুশীলনের নাম 'বার্ত্তা'। মতিসম্বন্ধে শ্রীরায়-রামানন্দ—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটীসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

অর্থাৎ—হে মানবগণ। কৃষ্ণভক্তিরসদ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ সুবাসিতা মতি যদি কোনও স্থানে প্রাপ্ত হও, তবে ক্রয় কর, উহার মূল্য কেবল লালসামাত্র, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও ঐ মতি লভ্য হয় না।

২। সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা,—এস্থলে 'মুক্তি'-শব্দে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্যমুক্তি। সাযুজ্যমুক্তি সহজেই সমস্ত আত্মসত্তাকে নাশ করে; যে ব্রহ্মসত্তাকে স্থাপন করে, তাহাও খ-পুষ্পের ন্যায় বাগাড়ম্বরমাত্র। বস্তুতঃ, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্‌ই এক পরম তত্ত্ব। ভগবচ্ছক্তি নিত্যা; অতএব, সেই শক্তি চিদ্‌রূপে ভগবল্লীলা, অচিদ্‌রূপে বা মায়ারূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তথা বদ্ধজীবের স্থূললিঙ্গরূপ শরীরদ্বয় এবং তটস্থ- (বা জীবশক্তি) রূপে অনন্ত জীবসকল নিত্য বিস্তার করত ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্বিদ্বেষী বা পরমরমণীয়া চিল্লীলার বিরোধী, তাঁহারা স্বকর্ম্মফলে স্বাত্মনাশরূপ একটি ব্রহ্মলয়-গতি ভান করিয়া তদালোচনায় সুখ পাইয়াছি, মনে করেন,—দণ্ড্য যেমত আত্মহত্যা করিয়া সুখী হয়, তদ্বৎ। এবংবিধ মুক্তিকথা অর্থাৎ মুক্তি-সাধন-জন্য যে-সকল প্রক্রিয়া ও উপাসনাদি স্থির আছে, তাহার বিষয় এবং তদাগ্রহি-জনের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তদ্বিষয়ে শ্রীরূপ—

"ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তি-

সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্ভোজসেবা-নির্ব্বৃত-চেতসাম্। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ—ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তথায় ভক্তিপথের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? অর্থাৎ—ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা ভক্তিপথের অন্তরায়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল-সেবাজাতপরমানন্দপূর্ণচিত্ত ভক্তদিগের কখনও মোক্ষবাঞ্ছা হয় না।

৩। ব্যোমনয়নী লক্ষ্মীপতিরতি,—পরব্যোমরূপ ভগবদ্ধাম—যথায় ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণের অবস্থিতি। লক্ষ্মীপতির সেবার দ্বারা সেই ধামে সামীপ্য, সার্ষ্টি, সালোক্য ও সারূপ্য—এই চারি-প্রকার মুক্তিলাভ হয়। তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ—

“যত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ। সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র আদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥ সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥”

অর্থাৎ—যদিও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণসমূহে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি

ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে, কারণ উক্তপ্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তির দুইটি অবস্থা যথা—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা। প্রথমোক্তাবস্থায় সুখ ও ঐশ্বর্য্যের বাঞ্ছাই প্রধান এবং শেষোক্তাবস্থায় প্রেমসেবাবাঞ্ছাই প্রধান। প্রথমটিকে সেবারসিক ভক্তগণ ভক্তির বিরাধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদনপর শ্রীহরির একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তির কোন প্রকারই অঙ্গীকার করেন না। উক্ত প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদক একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনন্দনন্দনের চরণারবিন্দ যাঁহাদের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমনাথ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং দ্বারকাধীশ রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে পারেন না। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রেমময় রস-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। কারণ উক্ত প্রেমময় রস স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই উৎকৃষ্টস্বরূপে প্রদর্শন করে।

তদ্বিষয়ে শ্রীহরিদাস,—"অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি। কলিন্দগিরিনন্দিনী-তটনিকুঞ্জ-পুষ্পোদরে মনো হরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ॥"

অর্থাৎ —শ্রীহরিদাস— স্বর্গের কথায় আর প্রয়োজন নাই, সকল

ভূমির আধিপত্যই বা কি হইবে এবং মোক্ষলক্ষ্মীর নাম কীর্ত্তনও দূরবর্ত্তী হউক, কালিন্দীতটবর্ত্তি-নিকুঞ্জপুঞ্জ মধ্যে নবতমালসদৃশ নীলবর্ণ জ্যোতিই কেবল আমার মনকে হরণ করিতেছে॥

৪। স্বরতিদ,—আত্মরতিদ। সমস্ত আত্মার আত্মা যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তাহাতে অণুচৈতন্যরূপ নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের যে স্বাভাবিক রতি, তাহাই আত্মরতি। ঐ রতি জীবের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও মায়ামুগ্ধ অবস্থায় তাহা অবিদ্যা-জনিত নানা বাসনা-দ্বারা আচ্ছাদিত। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদীশ্বরপুরী,—

"ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবর-প্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবৃত্তমন্তর্ম্মহঃ। অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু॥" অর্থাৎ—পর্ব্বতরাজের বিশুদ্ধ কুঞ্জবাসী ধন্য পুরুষদিগের হৃদয়ের বিকার বিভব-বিরহিত অন্তরের উৎসবরূপ সত্যানন্দরস প্রকাশিত হউক, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে নিশ্চয় গোপীরতিরস-স্বরূপ বৃন্দাবন-বিলাসী ইন্দ্রনীলকান্তিশালী কোন গোপ নিরন্তর ক্রীড়া করুন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—"রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ। বয়ন্তু গুঞ্জা-কলিতাবতংসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ॥"

অর্থাৎ—কবিত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ রসকে প্রশংসা করুন এবং শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মরূপ অমৃতকে প্রশংসা করুন, কিন্তু আমরা কোন গুঞ্জার অবতংসশালী বংশীধারীকে আশ্রয় করি।

শ্রীকবিরত্ন,—"জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি। কালিন্দীবনসীমনি স্থিরতড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবী-ভুজলতাবদ্ধে মনো ধাবতি ॥"

অর্থাৎ—আমার মন কখন রাজপদ প্রার্থনা করে না, ইন্দ্রপদে আমোদ প্রকাশ করে না, যোগসিদ্ধি বিষয়ে বুদ্ধিকে সন্ধান করে না, মোক্ষের প্রতিও আকাঙ্ক্ষা রাখে না; কিন্তু কেবল কালিন্দীর বনসীমায় স্থিরবিদ্যুৎ ও মেঘদ্যুতিরূপ, গোপীভূজ-লতাবদ্ধ অর্থাৎ আলিঙ্গিত নির্ম্মল ব্রহ্মে ধাবিত হইতেছে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—"অনঙ্গ-রসচাতুরী-চপলচারু-চেলাঞ্চলশ্চল-ন্মকরকুণ্ডল স্ফুরিতকান্তি-গণ্ডস্থলঃ। ব্রজোল্লসিত-নাগরী-নিকর রাসলাস্যোৎসুকঃ স মে সপদি মানসে স্ফুরতু কোঽপি গোপালকঃ ॥"

অর্থাৎ,—যিনি কন্দর্পরাসরসচাতুর্য্যবিশিষ্ট, যাঁহার মনোহর বস্ত্রাঞ্চল অতিশয় চপল, যাঁহার গণ্ডস্থল স্ফুরিত-চঞ্চল-মকরাকৃতি কুণ্ডলের কান্তিশালী এবং যিনি ব্রজস্থ আনন্দময়ী নাগরীসমূহের রাসনৃত্যে সমুৎসুক, সেই কোন গোপাল আমার মনোমধ্যে স্ফুরিত হউন।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজনাদ্বারাই সেই সিদ্ধিরতি-স্বরূপ মণি পুনঃ প্রকটতা লাভ করত মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥
শুন, মন, বলি হে তোমায় ।
'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তা'র কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদ্ভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে ।
সে রাত প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে',
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন ।
রূপ-রঘুনাথ পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥

———

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥৫॥

অঃ—৫ । মনঃ (হে মন)! ইহ (এই সংসারে) কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ (প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী কাম-প্রভৃতি ব্যসনগণ) অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিঃ (অনিত্য

বিষয়-চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা) গলে বদ্ধা (গলায় বন্ধন করিয়া) অহং (আমাকে) প্রকামং (যথেচ্ছ) হন্মে (মারিতেছে বা পীড়ন করিতেছে), ইতি (— এই বলিয়া) ত্বং (তুমি) বকভিদ্বর্ত্মপগণে (বকারি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষক-গণকে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে) প্রকামং (প্রচুরভাবে) ফুৎকারান্ কুরু (উচ্চ চীৎকার করিয়া অর্থাৎ ফুকারিয়া ডাক) যথা যাহাতে) সঃ (সেই রক্ষিগণ) ত্বাং (তোমাকে) ইতঃ (ইহাদের হাত হইতে) অবতি (রক্ষা করেন)।

শ্লোকার্থ :—হে মন ! কামাদি স্পষ্ট পথপাতি (বাটপাড়) ব্যতিকর (সমূহ) (কর্ত্তৃক) অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশালি-(পাশশ্রেণী) দ্বারা (আমার) গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় 'আমি হত হইতেছি'—এই বলিয়া তুমি কাতরস্বরে বকভিদ্বর্ত্মপগণকে ফুৎকার করিয়া ডাকিতে থাক; তাহাতে তাঁহারা অবশ্য তোমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেন ॥ ৫ ॥

১। কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকর,— কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টি প্রকট (স্পষ্ট পথপাতিব্যতিকর, অর্থাৎ জীবনপথের দস্যুরূপে ব্যতিকর,— পরস্পর মিলিত হইয়া (দস্যুবৃত্তি করে)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গা সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ—ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ের সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ ; মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

ভাষ্যকার শ্রীবলদেব,—"বিষয়ান্ শব্দাদীন্ সুখহেতুত্ব-বুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু বিষয়েষু সঙ্গঃ আসক্তির্ভবতি, সঙ্গাদ্ধেতোস্তেষু কামতৃষ্ণা জায়তে, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতেরিন্দ্রিয়-বিজয়াদি-প্রযত্নানুসন্ধের্বিভ্রমো বিভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিরাত্মজ্ঞানার্থক-স্যাধ্যবসায়স্য নাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ।" ভাষ্যকার বলদেব বলিতেছেন—শব্দাদি বিষয়কে সুখহেতু বোধে পুনঃ পুনঃ চিন্তাকারী যোগী সকলের তাহাতে আসক্তি হয়; সঙ্গহেতু তাহাতে কাম-তৃষ্ণা জন্মে; কাম হইতে কাহারও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপ), তাহা হইতে ইন্দ্রিয়বিজয়-প্রযত্নানু-সন্ধির বিভ্রম-বুদ্ধি (আত্মজ্ঞানার্থক অধ্যবসায়ের নাশ), বুদ্ধিনাশে বিনাশ অর্থাৎ পুনরায় বিষয় ভোগে নিমগ্ন হয়।

২। **অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট-পাশালি (পাশ-শ্রেণী)**

দ্বারা গলে বদ্ধ,—পূর্ব্ব অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টদায়ক ভয়ানক পাশসমূহ-দ্বারা গলদেশ বদ্ধ হওয়ায়।

৩। বকভিদ্বর্ত্মপগণে,—'বক' নামক মূর্ত্তিমৎ কপটতা-স্বরূপ অসুর-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া নষ্ট করেন। তাঁহার বর্ত্ম অর্থাৎ প্রেমানুশীলনরূপ পথ। সেই পথেররক্ষক বৈষ্ণবগণ। শ্রীরামানুজ,—"প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক- ব্যাসাম্বরীষ- শুক- শৌনক-ভীষ্ম-দাল্ভ্যান্। রুক্মাঙ্গ-দোদ্ধব-বিভীষণ-ফাল্গুনাদীন্ পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ নমামি॥

অর্থাৎ—প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দাল্ভ্য, রুক্মাঙ্গদ, উদ্ধব, বিভীষণ এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি এই সকল পবিত্র পরমভাগবতদিগকে নমস্কার করি।

শ্রীসর্ব্বজ্ঞ—"ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিঃ চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং মেরুং পশ্যন্তি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ। চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ॥"

অর্থাৎ—হে ভগবন্! তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গণ্ডূষের ন্যায়, সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, ধরণীনাথ নরপালকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায়, সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য আর কি বলিব নিজ-দেহকেও ভারের ন্যায় অবলোকন করেন।

শ্রীমাধব সরস্বতী,—"মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবন্ন ধীরীশ্বরে গর্ব্বোদগ্রকুতর্ক-কর্কশধিয়াং দূরেঽপি বার্ত্তা হরেঃ।

জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে সুস্বাদুং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং গুর্ব্বী ন দর্ব্বী স্পৃশেৎ ॥" অর্থাৎ—মীমাংসা-ধূলিতে যাহাদিগের চক্ষু মলিন, তাহাদিগের বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রবেশ করে না, যাহাদিগের বুদ্ধি 'গর্ব্বই যাহার চরম ফল'—এমন কুতর্কে কর্ক্কশ হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হরিকথা অতিদূরবর্ত্তিনী এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ব্যতিরেকে তত্ত্ব জানিয়াও জানিতে পারেন না, যেমন উৎকৃষ্ট হাতা সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না তদ্রূপ ॥

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে,—"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥" অর্থাৎ—হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিলেন,—পুত্র ! যাহার সহিত যে পুরুষের সহবাস হয়, স্ফটিক মণির ন্যায় তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিভাত হয়, এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দিগের সগণ সমৃদ্ধির নিমিত্ত তুল্য-বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে রত হওয়া কর্ত্তব্য। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১০৫) ॥

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়-দোষ যোগযাগাদি-দ্বারা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু দম্ভহীন বৈষ্ণবের সঙ্গ-ক্রমে শক্তি-সঞ্চার হইলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-   মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জুফাঁসে,   পথিকের ধর্ম্ম-নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি ॥

মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর॥
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়॥
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমায়॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥ ৫॥

———

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥৬॥

অঃ—৬। অরে চেতঃ (ওরে মন)! প্রোদ্যৎকপট-কুটিনাটী-ভরখরক্ষরন্মূত্রে (প্রকাশমান কপট-কুটিনাটী-সমূহরূপ গর্দ্দভের ক্ষরণশীল মূত্রে) স্নাত্বা (স্নান করিয়া) কথং (কেন) আত্মানং (নিজকে) মাম্ অপি (এবং আমাকেও) দহসি (দগ্ধ করিতেছ)? ত্বং (তুমি) গান্ধর্ব্বাগিরিধর-পদপ্রেম-বিলসৎ-

সুধাম্ভোধৌ (শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর চরণজ প্রেম হইতে বিলসিত অমৃতসমুদ্রে) সদা (সর্ব্বদা) স্নাত্বা (স্নান করিয়া) স্বং (নিজকে) চ (ও) মাম্ অপি (আমাকেও) নিতরাং (অতিশয়) সুখয় (সুখী কর)।

কাম-ক্রোধাদির দমন হইলেও কপটতারূপ মহাশত্রুকে জয় করিবার উপদেশ,—

শ্লোকার্থঃ—হে চেতঃ! তুমি সাধনের পথ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট (উদীয়মান) কপট-কুটিনাটী-ভর (আধিক্য)-রূপ খর হইতে ক্ষরিত মূত্রে স্নান করত আপনাকে পবিত্র মনে করিতেছ; কিন্তু তদ্দ্বারা তুমি আপনাকে দহন করিতেছে এবং ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্রজীব যে আমি, আমাকেও দহন করিতেছ। তাহা না করিয়া কেবল গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদপ্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে বিলসমান) সুধাসমুদ্রে স্নান করত আপনাকে ও আমাকে নিরন্তর সুখ প্রদান কর ॥ ৬ ॥

১। স্পষ্ট-কপট-কুটিনাটি-ভর (আধিক্যরূপ)-খর হইতে ক্ষরিতমূত্রে,—সাধক ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ সাধকগণ বর্ণাশ্রমবিহিত বিধিসমূহের পালন ও নিষেধ-সমূহের সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরিচার্য্যাদি ক্রিয়ার অনুগত করিয়া সমস্ত বিধিনিষেধানুসারে কার্য্য করেন। তদুভয়ই গৃহস্থ। নিরপেক্ষ সাধকগণ—অগৃহস্থ। নিষ্কপটতা থাকিলে ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল। কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হয়।

স্বনিষ্ঠের কপটতা, যথা—ভগবত্তোষণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্য্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ-সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উদ্যমে বৈরনির্যাতনে আগ্রহ করা, বিদ্যাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষ-দিগের লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা, যথা,—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা; কিন্তু, অন্তরে কৃষ্ণেতরবিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন ইত্যাদি। নিরপেক্ষের কপটতা, যথা,—আত্মম্ভরিতা, নিজধৃত লিঙ্গের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ সাধনচ্ছলে যোষিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারি লোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগলাভ এবং বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধিপালনাসক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা,—এই প্রকার। অতএব, ভজনসম্পর্কে কপট-কুটিনাটী-জনিত কুতর্ক, কুসিদ্ধান্ত ও অনর্থ-সকলকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অনেকে ঐ গর্দ্দভমূত্রে স্নাত হইয়া আপনাকে পবিত্র অভিমান করেন। বস্তুতঃ, ঐ মূত্র আত্মদাহী।

২। কেবল গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদ-প্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে বিলাসমান) সুধাসমুদ্রে,—

গান্ধর্ব্বা শ্রীমতী রাধিকা—ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তি। গিরিধর শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান্ পুরুষ। যুগল-পদাশ্রয়ের প্রেমজনিত

বিশুদ্ধচিদ্বিলাসরূপ অমৃত-সমুদ্রে স্নান কর। তদ্বিষয়ে প্রার্থনা-পদ্ধতি—(শ্রীরূপগোস্বামিকৃতা)—

"শুদ্ধগাঙ্গেয়-গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গীভঙ্গিমেক্ষণাম্। জিতকোটীন্দু-বিম্বাস্যামম্বুদাম্বর-সংবৃতাম্॥ নবীন-বল্লবীবৃন্দধম্মিল্লোৎফুল্ল-মল্লিকাম্॥ দিব্যরত্নাঢ্যলঙ্কার-সেব্যমানতনুশ্রিয়ম্॥ বিদগ্ধা-মণ্ডলগুরুং গুণগৌরবমণ্ডিতাম্। অতিপ্রেষ্ঠবয়স্যাভিরষ্টাভিরভি-বেষ্টিতাম্॥ চঞ্চলাপাঙ্গভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃতকেশবাম্। গোষ্ঠেন্দ্র-সুতজীবাতু-রম্যবিম্বাধরামৃতম্॥ ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে। কাকুভির্ব্যাকুলস্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি॥ কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি। দাস্যদান-প্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয়॥ যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোঽয়-মুপেক্ষিতুম্। কৃপাদ্যোতদ্রবচ্চিত্তনবনীতাসি যৎ সদা॥"

অর্থাৎ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর, ত্বদীয় মুখমণ্ডল কোটি-পরিমিত চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিত। তুমি যাবতীয় গোপিকাগণের শিরোভূষণ মল্লিকাকুসুম স্বরূপ, সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। যাবতীয় সুচতুরা গোপিগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুণ গৌরবে সুশোভিত, তুমি অতি প্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত। তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলিত কর, ত্বদীয় অতি সুন্দর অধর-বিম্বামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধস্বরূপ। হে শ্রীমতী! আমি

ব্যাকুলহৃদয়ে যমুনাকুলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণাম পূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। হে কৃপাময়ি! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত।

যুগল নাম,—(স্তবমালা)—"রাধামাধবয়োরেতদ্বক্ষ্যে নাম-যুগাষ্টকম্। রাধাদামোদরৌ পূর্ব্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ॥ বৃষভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ। গোবিন্দস্থ প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বা-বান্ধবস্তথা॥ নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোর-জন-শেখরৌ। বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভা-রাধিকাপ্রিয়ৌ॥"

অর্থাৎ—এক্ষণে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব কীর্ত্তন করিব। প্রথমে রাধাদামোদরের স্তব, তদনন্তর রাধামাধবের স্তব লিখিত হইবে॥ যিনি বৃষভানুকুমারী, ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধর্ব্বা অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বান্ধব॥ যিনি নিকুঞ্জবনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জবনের নাগর, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীবৃন্দের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসী যুবকবৃন্দের শিরোভূষণ, যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি বৃন্দারণ্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিমি রাধিকাপ্রিয়॥

—ইত্যাদি নাম আশ্রয়পুর্ব্বক চিদ্রসার্দ্রিতচিত্তে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সময়োচিত-লীলা শুদ্ধহৃদয়ে কল্পনা করত অহরহঃ ব্রজভূমিতে ভ্রমণ করিবে। তাহা হইলে, দৈন্য-শোধিত চিত্তে

আর কপট স্থান পাইবে না। অন্য চিন্তাকে অবসর দিলেই কপট আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করিবে ॥ ৬ ॥

কাম-ক্রোধ-আদি করি', বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ়শত্রু তব।
'কপটতা'-নাম তা'র, তা'রে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব ॥
ওরে মন, গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভু'লে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর ॥
বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্যবশ, যুগল-বিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি ॥
রূপ-রঘুনাথ পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগলরসসিন্ধু ॥
জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু ॥

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অঃ—৭। মনঃ (হে মন)! প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরম
(প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা চণ্ডালিনী) মে (আমার) হৃদি (হৃদয়ে
নটেৎ (যদি নৃত্য করে); [তাই] নমু (বলি), শুচি
(পবিত্র সাধুঃ প্রেমা (উত্তম প্রেম) এতৎ (এই হৃদয়কে
কথং (কেমন করিয়া) স্পৃশতি (স্পর্শ করে)? [অতএব
ত্বং (তুমি) অতুলং (অতুলনীয়) প্রভুদয়িত-সামন্তং (প্র
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সামন্তকে বা সেনাপতিকে) সদা (সর্ব্বদা
সেবস্ব (সেবা কর), যথা (যাহাতে) সঃ (তিনি) তাং (সে
চণ্ডালিনীকে) ত্বরিতং (শীঘ্র) নিষ্কাশ্য (বহিষ্কৃত করিয়া) ই
(এই হৃদয়ে) তং (সেই সাধুপ্রেমকে) বেশয়তি (প্রবি
করাইয়া দেন)।

সমস্ত বিষয় পরিহার করিয়াও কেন কপট যায় না, এরূপ
সংশয় নিরসনার্থ কহিতেছেন,—

শ্লোকার্থ :—হে মন! নির্ল্লজ্জা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা
আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্ম্মল সাধু প্রেম সে
হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু-দয়িত অতুল সামন্তকে
সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনীকে দূর
করত নির্ম্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইবেন।

১। নির্ল্লজ্জা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা,—প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ
নিজসম্মাননা, তাহার আশা। অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও
প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতেই সর্ব্বপ্রকার
কপটতা উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠাশা—সকল অনর্থের মূল

হইয়াও আপনার দোষ স্বীকার করে না, অতএব নির্লজ্জ। যশোরূপ কুক্কুর-মাংস-ভোজন-তৎপর বলিয়া তাহাকে শ্বপচরমণী বলা হইয়াছে। 'স্বনিষ্ঠ'গণ ধার্ম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন। 'পরিনিষ্ঠিত'-গণ 'আমি বিষ্ণুভক্ত,' 'আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি,' 'আমি অনাসক্ত'—এরূপ যশোঘোষণার প্রত্যাশা করেন। 'নিরপেক্ষ'গণ 'আমি নির্ম্মল বৈরাগী', 'আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি,' 'আমি ভক্তি-তত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি',—এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন। যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কপট যায় না। নিষ্কপট না হইলে নির্ম্মল সাধু প্রেমার লাভ হয় না।

২। নির্ম্মল সাধুপ্রেম—(ভঃ রঃ সিঃ) [শ্রীরূপ]—

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥" অর্থাৎ—যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতা সম্পন্ন—এরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভাবাবস্থা-লব্ধ হইয়া কৃষ্ণানুশীলন যখন সম্যক্ নির্ম্মলীভূত ও মমতাতিশয়াত্মক সান্দ্রাত্মা হয়, তখনই তাহার নাম প্রেমা হয়। প্রতিষ্ঠাশা পর্য্যন্ত দূর করিলে সম্যক্ চিত্তমাসৃণ্য সম্ভব, নতুবা নহে।

৩। **প্রভুদয়িত অতুল সামন্ত,**—প্রভুদয়িত শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। তাঁহার তুলনা নাই। তিনি প্রভুর সেনাপতি-বিশেষ। শুদ্ধ-

বৈষ্ণবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি সহজে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সে হৃদয়ের দুষ্টতা দূর করিয়া প্রেম উৎপাদন করেন। শুদ্ধবৈষ্ণবের আলিঙ্গন, চরণধূলি, অধরামৃত, উপদেশ সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক হয়। (শ্রীশিব,—) "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ—মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! যত যত আরাধনা আছে, তন্মধ্যে ভগবদারাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তাঁহার ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।

শ্রীভাগবতে—"যৎ-সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥" অর্থাৎ—যে সকল ভক্তগণের সেবা করিলে নির্ব্বিকার ভগবানের চরণারবিন্দে সমস্ত দুঃখবিনাশক প্রগাঢ় রতির উল্লাস হইয়া থাকে॥

শ্রীরূপ,—"যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি। প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্ত-ভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥" অর্থাৎ—এই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যে সকল ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ভক্তগণের ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। "দৃগম্ভোভির্ধৌতঃ পুলকপটলী-মণ্ডিততনুঃ স্খলন্নন্তঃফুল্লো দধদতিপৃথুং বেপথুমপি। দৃশোঃ কক্ষাং যাবন্মম স পুরুষঃ কোঽপ্যুপযযৌ ন জানে কিং তাবন্মতিরিহ গৃহে নাভিরমতে॥" অর্থাৎ—নয়নজলে ধৌত, দেহ পুলকিত, প্রতিপদে স্খলিত, হৃদয় উল্লাসিত এবং অতিশয় কম্পিত এরূপ

কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষ, যে অবধি আমার নয়ন-পদবীতে গমন করিয়াছেন, বলিতে পারি না, কেন যে তদবধি আমার চিত্ত এই গৃহে অভিরত হইতেছে না।

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥
শুন, মন নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥



যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।

যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥৮॥

অঃ—৮। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ইহ গোষ্ঠে (এই ব্রজে) গিরিধরং (গিরিধারীকে) তথা কাক্বা (সেইরূপ দৈন্যোক্তির সহিত) ভজ (সেবা কর), যথা (যাহাতে) অসৌ (তিনি) কৃপয়া (কৃপাপূর্ব্বক) শঠস্য অপি (শঠ হইলেও) মে (আমার) দুষ্টত্বং (দুষ্টস্বভাব) দবয়তি (দূর করিয়া দেন), যথা (যাহাতে) মহ্যং (আমাকে) উজ্জ্বলং প্রেমামৃতম্ অপি (উজ্জ্বল প্রেমামৃতও) দদাতি (প্রদান করেন), যথা (যাহাতে) মাং (আমাকে) শ্রীগান্ধর্ব্বাভজন-বিধয়ে (শ্রীরাধিকার সেবা-বিধানে) প্রেরয়তি (আদেশ করেন বা প্রেরণা দেন)।

সাধুসঙ্গদ্বারা শক্তিসঞ্চার-ক্রমে জীবের দুষ্টতা দূর হয় এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। তদ্রূপ সাধুসঙ্গও সহজে লভ্য হয় না, অতএব—

শ্লোকার্থ :—হে মন! তুমি ব্রজমণ্ডলে দৈন্য-কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধরকে সেইরূপ ভজনা কর, যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা দূর করেন, উজ্জ্বল প্রেমামৃতও আমাকে দেন এবং শ্রীগান্ধর্ব্বার ভজনলাভের জন্য আমাকে প্রেরণা দান করেন ॥ ৮ ॥

১। দৈন্য-কাকুতি,—'আমি অত্যন্ত নিরাশ্রিত ও দীন'—এই ভাব-সমন্বিত নিষ্কপট ভক্তি। তৎপ্রণালী বিষয়ে শ্রীরূপ—"বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে মত্তদ্বিপ-প্রবর-কৌতুক-বিভ্রমেণ। সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দদ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি

কৃপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥ হা দেবি, কাকুভর-গদগদয়াত্ম বাচা যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ। অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥ শ্যামে রমারমণ-সুন্দরতাবরিষ্ঠ-সৌন্দর্য্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্থ। শ্যামস্থ বামভুজবদ্ধতনুং কদাহং ত্বামিন্দিরা-বিরলরূপভরাং ভজামি ॥ ৩ ॥ ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায় মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি। কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥ ৪ ॥ কুঞ্জে প্রসূন-ফল-কল্পিত-কেলিতল্পে সংবিষ্টয়োর্মধুর-নর্ম্মবিলাসভাজোঃ। লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ম্ ॥ ৫ ॥ ত্বং-কুণ্ডরোধসি বিলাস-পরিশ্রমেণ স্বেদাম্বু-চুম্বিবদনাম্বুরুহশ্রিয়ৌ বাম্। বৃন্দাবনেশ্বরি কদা তরুমূলভাজৌ সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ ॥ ৬ ॥ লীনাং নিকুঞ্জ-কুহরে ভবতীং মুকুন্দে চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষিণাহম্। ভুগ্নাং ভ্রুবং ন রচয়েতি মৃষারুষাং ত্বামগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়স্থ কদা নু নেষ্যে ॥ ৭ ॥ বাগ্‌যুদ্ধ-কেলিকুতুকে ব্রজরাজসূনুং জিত্বোন্মাদামধিকদর্প-বিকাসি-জল্পাম্। ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণস্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে ॥ ৮ ॥ যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানুকুমারিকায়াঃ সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ। সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃত-প্রমোদা তত্র প্রসাদলহরীমুররীকরোতি" ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ—হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ,

অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দযুগল একবার দর্শন করাও॥ হা দেবি! হা গান্ধর্ব্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুস্বরে ও গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ-পরিচয় মধ্যে আমাকে গণনা কর॥ হে শ্রীমতী রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন, সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ যুগল মূর্ত্তি, আমি কবে ভজনা করিব॥ হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণ যুগল নূপুরশূন্য এইরূপ অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে কবে অভিসার করাইব॥ হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুম রচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্ম্ম-বিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব, এমত সময় আমার কবে হইবে? হে বৃন্দাবনেশ্বরি! স্মরবিলাস পরিশ্রমহেতু তোমাদিগের বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর দ্বারা ব্যজন করিব? হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের

কোন এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে অনুযোগ করিলে (আমি বলিয়া-দিয়াছি বলিয়া), 'আমি বলিনাই চিত্রাসখী বলিয়া দিয়াছে, অতএব আমার উপর ভ্রূকুটী ও বৃথাকোপ করিও না'—এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে তোমাকে কবে অনুনয় বিনয় করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে? তুমি যখন বাগ্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া সহর্ষচিত্তে দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া 'রাধার জয়, রাধার জয়', এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব। যে কোন ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাহার প্রতি প্রসন্না হন॥

২। শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা,—শাঠ্যই বদ্ধজীবের দুষ্টতা; শুদ্ধজীব সহজে সরল। জীবকে অবিদ্যা আশ্রয় করিবা-মাত্র জীব শঠ, দাম্ভিক, প্রতিষ্ঠাপ্রিয়, কপটী ও অসচ্চেষ্টাময় হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী হয়। সেই জীব যদি আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান, অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার বুদ্ধিসংযুক্ত হয় এবং হরিনাম আশ্রয় করে, তবেই তাহার কৃষ্ণকৃপা ও তৎসহ সাধুকৃপা লাভ হয়।

৩। উজ্জলপ্রেমামৃত,—উজ্জল—শৃঙ্গার রস, 'মধুর রস' তাহার নামান্তর। শ্রীরূপ—

"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতিরহস্যত্বাৎ। পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥ বক্ষ্যমাণৈ-র্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং মধুরা রতিঃ। নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ॥ অর্থাৎ—শ্রীরূপ—মুখ্য রসসকলের মধ্যে যাহা পূর্ব্বে অতি রহস্য হেতু সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, ভক্তিরসরাজ সেই রসই মধুর রস। মধুরা রতি বিভাবাদি দ্বারা স্বাদ্যত্ব হইয়া থাকে। যাহার বিষয় বলা হইবে মনীষিগণ সেই ভক্তিরসকেই মধুরা রতি কহেন। যেরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে রতি স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ আর চারিটী ভাব-সংযুক্ত হইয়া তাহা রসতা লাভ করে, মধুর রসও তদ্রূপ, মধুর রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবল্লভা আলম্বন। তাঁহাদের গুণসমূহ উদ্দীপন। লীলাকালে কৃষ্ণবল্লভাদিগেরও এবং সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব উদিত হইয়া রসসমুদ্রকে স্ফীত করে। সাধনভক্তির ভাবতা-লাভসময়ে স্থায়িভাব ঘটে। বিভাব ও অনুভাবাদির সংযোগে রসতার প্রাপ্তিকালে প্রেমভক্তি হয়। ইহাকেই ভক্তিরস বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও ব্রজমণ্ডলে গোপিকাদিগের সহিত সমস্ত লীলাই এই রসের উদাহরণ। এই রস যাঁহার ভাগ্যে লভ্য হয়, তিনি গোপীদিগের অনুগত হইয়া পূর্ব্বোক্তমত কাকুপ্রার্থনা করিতে করিতে যখন

শ্রীরাধার কৃপা লাভ করিবেন, তখনই হ্লাদিনীরশ্মি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করত ঐ রস উদয় করাইবেন ; নচেৎ আর কোন ক্রমেই ঐ রসোদয় হইতে পারে না।

৪। শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন,—অণুচৈতন্য জীব স্বীয় ক্ষুদ্রানন্দে কিছু পরিমাণে ব্রহ্মানন্দ বা অত্মানন্দ লাভ করেন। কিন্তু, হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা লাভ না করিলে পরানন্দাধিকার প্রাপ্ত হন না। তল্লাভের প্রণালী এই,—পরম দৈন্য-সহকারে জীবের যখন দৈন্য-কাকুতি ব্রজভাবকে লক্ষ্য করিয়া বা ব্রজবাসীর ভাবদর্শনে লোভ-প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন শ্রীমতীর সখীবৃন্দের মধ্যে বা সখীদিগের সহচরী মঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে কাহারও পদ আশ্রয় করত সেবা করিতে করিতে যত যোগ্যতা-বৃদ্ধি হয়, ততই সেবা-অধিকার জন্মে। সখীর কৃপাক্রমে শ্রীমতীর কৃপা হয়। কৃপা যত বৃদ্ধি পায়, হ্লাদিনী-শক্তি ততদূর তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যথাযোগ্য নিরন্তর চিদানন্দময়ী সেবা লাভ করায়। এস্থানে সাধকের যে পর্য্যন্ত পুরুষত্ববোধ থাকে, সে পর্য্যন্ত এই সেবার অধিকার জন্মে না। পুরুষদেহ বা জড়ীয় স্ত্রীদেহের সহিত ইহাতে কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল শুদ্ধজীবের অণুচৈতন্যের স্ত্রী-স্বভাব হয় মাত্র। দৈহিক স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ আনিতে গেলে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয় ॥৮॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।

'জীবে দিব গূঢ় ধন, চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি' করিল প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥
অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান ॥
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান ॥
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল-গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন ॥
উজ্জ্বল-রসের প্রীতি, শ্রীরাধাভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায়।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায় ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং
মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥৯॥

অঃ—৯। মনঃ (হে মন)! [তুমি] ব্রজবিপিনচন্দ্রং (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে) মদীশানাথত্বে (আমার ঈশ্বরীর প্রাণনাথ-রূপে) তাং ব্রজবনেশ্বরীং (সেই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে) মন্নাথত্বে (নিজ ঈশ্বরীরূপে), ললিতাং তু (শ্রীললিতাকে) তদতুল-সখীত্বে (শ্রীরাধার অতুলনীয়া সখীরূপে), বিশাখাং (শ্রীবিশাখাকে) শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে (সকল শিক্ষাপ্রদানের গুরুরূপে), [এবং] প্রিয়সরো-গিরীন্দ্রৌ (প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে) তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে (শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমক্রীড়ায় রতিদায়করূপে) স্মর (স্মরণ কর)।

ভজনবিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থঃ—হে মন! তুমি ব্রজবিপিন-চন্দ্রকে আমার অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ বলিয়া, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে মদীয় অধীশ্বরী বলিয়া, শ্রীললিতা সখীকে ব্রজবনেশ্বরীর অতুল-সখী বলিয়া, শ্রীমতী বিশাখাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া এবং শ্রীরাধা-কুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদ বলিয়া নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

১। ব্রজবিপিনচন্দ্র,—শ্রীরূপং—"নবজলধর-বর্ণং চম্পকো-দ্ভাসিকর্ণং বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্। কনকরুচি-দুকূলং চারুবর্হাবচূলং কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপী কুমারম্॥ মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ করবিনিহিতকন্দুঃ বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ। বপুরুপসৃতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণুর্বচন-বশগধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ॥" অর্থাৎ—নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার

বর্ণ, চম্পককুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, বিকশিত পদ্মের ন্যায় মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত যাঁহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণ কান্তির ন্যায় যাঁহার শোভা, সুন্দরময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সার বস্তু, ঈদৃশ কোন গোপীকুমারকে আমি স্তব করি॥ শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলিসমুচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর খুরোত্থিত ধূলিদ্বারা যাঁহার কলেবর সুশোভিত, যাঁহার কক্ষ-দেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাঁহার বাক্যের বশবর্ত্তী এবম্বিধ সেই নন্দ-নন্দন আমাকে রক্ষা করুন॥

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি। নিপততু শতকোটী-নির্ভরং বা নবাম্ভ-স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥ প্রাচীনানাং ভজনম-তুলং দুষ্করং শৃণ্বতো মে নৈরাশ্যেন জ্বলতি হৃদয়ং ভক্তিলেশা-লসস্য। বিশ্বদ্রীচিমঘহর তবাকর্ণ্যকারুণ্যবীচিমাশাবিন্দূক্ষিত-মিদমুপৈত্যন্তরে হন্ত শৈত্যম্॥" অর্থাৎ—হে দীনবন্ধো! মেঘগণ চাতকের উপর অভিনব বারিবর্ষণ করুক বা বজ্র নিঃক্ষেপ করুক, উপায়ান্তর নাই বলিয়া উহারা যেমন মেঘের স্তব করিতে ক্ষান্ত হয় না, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই কর, এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই॥ হে অঘহর! শুক, অম্বরীষ প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মা-দিগের দুষ্কর ভজন-সাধন শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্যবশতঃ ভক্তিশূন্য

আমার হৃদয় অনুতপ্ত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মাদি পামর পর্য্যন্ত-গামিনী ত্বদীয় কৃপালহরী দৃষ্ট করিয়া আশাবিন্দু-সিক্তহৃদয় আবার শীতল হইতেছে ॥

ব্রজেশ্বরীকে মদীশ্বরী,—শ্রীদাস-গোস্বামিকৃত বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি—"অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী। হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ॥ দেবি দুঃখকুল-সাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতং জনম্। ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াদ্ভুতং প্রাপয় স্বপদ-পঙ্কজালয়ম্ ॥" অর্থাৎ—হে স্বামিনি! শ্রীরাধিকে! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদন বশতঃ কাতর হইয়াছি; সুতরাং উপায়শূন্য হইয়া কতিপয় পদ্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনের একদেশে বিলাপ করিতেছি। হে ক্রীড়াকারিণি! শ্রীরাধিকে! আমি নিখিল দুঃখ-সাগরে অতিশয় উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কৃপারূপ প্রবল নৌকা দ্বারা অপূর্ব্ব নিজ পাদপঙ্কজ লাভ করাও ॥

৩। অতুলসখী-ললিতা,—শ্রীরূপ,—"রাধামুকুন্দ-পাদসম্ভব-ঘর্ম্মবিন্দুনির্ম্মঞ্ছনোপকরণী-কৃতদেহলক্ষাম্। উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষবশাৎ প্রগল্ভাং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥১॥ রাকাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তি-দণ্ডি-বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত-চারু-চমূরুনেত্রাম্। রাধাপ্রসাধনবিধান-কলাপ্রসিদ্ধাং দেবীং গুণৈঃ

সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥২॥ লাস্যোল্লসদ্ভুজগ-শক্রপতত্র-চিত্র-পট্টাংশুকাভরণ-কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্। গোরোচনা-রুচি-বিগর্হণ-গৌরিমাণং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥ ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায়। রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥ রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্। বাগ্ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥ বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্ঞ্যাঃ সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাম্। রাধাবলাবরজ-জীবিতনির্ব্বিশেষাং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥ যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবী-মনুরুদ্ধ্যমানাম্। সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥ রাধাব্রজেন্দ্রসুত-সঙ্গমরঙ্গচর্য্যাং বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ। তাং গোকুলপ্রিয়সখী-নিকুরম্বমুখ্যাং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥”

অর্থাৎ—শ্রীরাধামাধবের চরণ-সম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যন্নত সৌহৃদ্য-রসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী অপ্রগল্ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১॥ যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চাকত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং

শ্রীরাধিকার বেশরচনা-ব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ স্ত্রীজনোচিত গুণরাশিযুক্তা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ উদ্ধত নৃত্যে অতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ-পিচ্ছের ন্যায় পট্টবস্ত্রের আবরণ এবং কুচপট্টের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতা দেবিকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ হে কলঙ্কিনি ! রাধিকে ! তুমি অতিধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকুলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই সমূহ গুণান্বিতা ললিতা ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্রও চাতুরীপর বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি "তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ-প্রণয়ী" ইত্যাদি বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি পশুপাল-রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতিস্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্ত হউন ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবন-ভবনে যে কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুনন্দিনী রাধার স্বপক্ষ জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি

কৃতার্থ করিতেছেন সেই গুণগ্রাম-সম্পন্না ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥৭॥ রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন-ক্রিয়া—তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়সখিদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥৮॥

৪। শিক্ষাগুরু বিশাখা,—"বিশাখোরসি যা বিষ্ণোর্যস্যাঃ বিস্ফুর্জলাত্মনি। নিত্যং নিমজ্জতি প্রীত্যা তাং সৌরীং যমুনাং স্তুমঃ॥" "বিশাখা যমুনাবপুরিতি বিচারের যমুনাস্তুত্যা তৎস্তুতি" রিতি বিদ্যাভূষণঃ। অর্থাৎ—বিষ্ণু জলস্বরূপা যে বিশাখার বক্ষে প্রীতিসহকারে নিত্য নিমজ্জিত হন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনার স্তব করি। বিশাখাকে যমুনাবপূ বিচারে যমুনা-স্তুতিতে বিশাখার স্তুতি হয়, ইহা বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন। শ্রীরূপ—(স্তবমালা) "ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী প্রেক্ষয়াতিপাপিনোঽপি পাপসিন্ধুতারিণী। নীর-মাধুরীভি-রপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী, মাং পুনাতুসর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥১॥ হারি-বারি-ধারয়াঽভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা, পুণ্ডরীকমণ্ডলোদ্যদণ্ডজা-লিতাণ্ডবা। স্নান-কাম-পামরোগ্র-পাপ-সম্পদন্ধিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বাদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥ শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী, নন্দনন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূরবর্দ্ধিনী। তীরসঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবন্ধিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩॥ দ্বীপ-চক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী, শ্রীমুকুন্দনির্ম্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী। কান্ত-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥ মাথুরেণ মণ্ডলেন

চারুণাভিমণ্ডিতা, প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পণ্ডিতা। উর্ম্মি-দোর্বিলাস-পদ্মনাভপাদবন্দিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥ রম্যতীর-রম্ভমাণ-গোকদম্বভূষিতা, দিব্যগন্ধভাক্‌-দম্ব-পুষ্পরাজিরূষিতা। নন্দসূনু-ভক্তসঙ্ঘসঙ্গমাভিবন্দিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৬ ॥ ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংস-লক্ষ-কূজিতা, ভক্তিবিদ্ধ-দেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা। তীরগন্ধ-বাহগন্ধজন্মবন্ধরন্ধিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥৭॥ চিদ্বিলাসবারিপূরভূ-র্ভুবঃস্বরূপিণী, কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরুপাপ-মর্ম্ম তাপনী। বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী, মাং পুনাতু সর্ব্বদার বিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥৮॥” অর্থাৎ—যিনি নিজভ্রাতা যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন ও দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করেন এবং স্বকীয় জলমাধুর্য্যদ্বারা অশেষজনের চিত্তহারিণী, সেই পথের বন্ধু সূর্য্যদেবের কন্যা আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥ মনোহারিণী বারিধারা দ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খাণ্ডবকানন মণ্ডিত করিয়াছেন এবং যাঁহার ধবলবর্ণ পদ্মশ্রেণীতে খঞ্জনাদি পক্ষীগণ পরমসুখে নৃত্যসুখ অনুভব করিতেছে এবং কৃতস্নানের কি কথা, স্নানাভিলাষী ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই অরবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥ যিনি অম্বুকণ-স্পৃষ্ট প্রাণিদিগের সমূহ দুষ্কর্ম্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাষী জনগণের

মঙ্গলকারিণী, সেই রবিসুতা যমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥ যিনি সপ্তদ্বীপ বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভেদ-কারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উৎকৃষ্ট কেলিসমূহ যিনি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তি-পটলদ্বারা ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, সেই আদিত্যতনয়া যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥ মনোহর মথুরামণ্ডল দ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণবজনগণের যিনি রাগমার্গের বৃদ্ধিকারিণী এবং স্বীয় তরঙ্গমালারূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনতৎপরা, সেই ভানুদুহিতা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥ অতিরমণীয় উভয়তীরস্থ হম্বা-ধ্বনিকারি-গোবৎসগণ-দ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব পুষ্পশ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি অতিশয় আমোদিত এবং নন্দনন্দনের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার অনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকরনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥ আনন্দিত মল্লিকাক্ষ অর্থাৎ মলিনচঞ্চুচরণ হংস বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিত, এবং দেব, সিদ্ধ, কিন্নরগণও হরিভক্তিতে মোহিত-চিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন, এবং স্বকীয় তীরের সমীরণ দ্বারা যিনি জনগণের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্করনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥ চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদ্রূপ বারি-প্রবাহদ্বারা যিনি ভূ-ভুর্ব্বঃ-স্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কীর্ত্তিতা অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান্ পাপ

রাশির মর্ম্মচ্ছেদকারিণী এবং 'জলক্রীড়া বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

৫। প্রিয়সরঃ শ্রীরাধাকুণ্ড,—তদ্ যথা 'বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ' —"হে শ্রীসরোবর! সদা ত্বয়ি সা মদীশা প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ। ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্॥" অর্থাৎ—'হে রাধাকুণ্ড! তোমার তীরে সর্ব্বদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা বিবিধ কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই আমার জীবন স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও॥' তত্র শ্রীবিশাখাং প্রতি—"ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবি ত্বমসি সমবয়-স্ত্বান্নর্ম্মভূমির্যদস্যাঃ। ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং মম বিরহ-হতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ্ব॥" অর্থাৎ—হে সুমুখি বিশাখে! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহাঁর কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং ইহাঁকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর॥

৬। গিরীন্দ্র,—শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত। শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনায় শ্রীদাস গোস্বামী—"গিরিনৃপ হরিদাস-শ্রেণী-বর্য্যেতি-নামামৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ। ব্রজনব-তিলকত্বে কৢপ্ত-বেদৈঃ স্ফুটং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥"

অর্থাৎ—হে গিরিরাজ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে "হন্তায়-মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ" অর্থাৎ—'হে অবলাগণ! এই পর্ব্বত হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার এই নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল শাস্ত্রকর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর॥' শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনের দর্শনে কেবলা ভক্তির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিল্লীলার যে সমস্ত স্থান, সেই সকলই রতিপ্রদ, অতএব সর্ব্বদা স্মরণীয়॥ ৯॥

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি॥
এইভাবে ভাব, ওরে মন।
রাধাকুণ্ড-সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,
রতিপ্রদতত্ত্ব তদীক্ষণ॥

ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি,'
প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন।
মঞ্জরীর কৃপা হ'বে, সখীর চরণ পা'বে,
সখী দেখাইবে নিত্যধন॥

প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার,
করিয়া যুগলধনে ডাক।
সকল অনর্থ যা'বে, চিদ্বিলাসরস পা'বে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ॥

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ ॥১০॥

অঃ—১০। মনঃ (হে মন)! যা (যিনি) সৌন্দর্য্য-কিরণৈঃ (সৌন্দর্য্য-কিরণদ্বারা) রতিং (রতিদেবীকে) গৌরীলীলে অপি [এবং] (গৌরীদেবী ও লীলাশক্তিকে) তপতি (সন্তপ্ত করেন), সৌভাগ্যবলনৈঃ (সৌভাগ্যের অর্থাৎ প্রিয়ত্বের প্রকাশে বা গর্ব্বে) শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ (ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্য-ভামাকে) পরিভবতি (পরাভূত করেন), বশীকারৈঃ (বশীকরণের দ্বারা) চন্দ্রাবলীমুখনবীনব্রজসতীঃ (চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণী ব্রজললনাকে) আরাৎ (দূরে) ক্ষিপাত (নিক্ষেপ করেন), তাং (সেই) হরিদয়িতরাধাং (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধাকে) ভজ (ভজন কর)॥ স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় না করিলে কোনক্রমেই শক্তিমত্তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ হয় না। অতএব, বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ:—হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী রাধিকারই

ভজন কর; যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা সন্তাপিত করিয়াছেন; শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে সৌভাগ্যচালনার দ্বারা পরাভূত করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীদিগকে কৃষ্ণবশীকার শক্তিদ্বারা দূরে ক্ষেপণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা সহচরী॥১০॥

শ্রীরূপ—"অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ। মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥ চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা॥ বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী॥ সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী। গোকুল-প্রেম-বসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশাঃ॥ গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥ বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥" অর্থাৎ—এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করা যাইতেছে—মধুরা, নবীনবয়সযুক্তা, চঞ্চলনেত্রা, উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, সঙ্গীতপ্রসারজ্ঞা, রমণীয়-বাগ্‌বিশিষ্টা, নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, চতুরা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যযুক্তা, গাম্ভীর্য্যময়ী, সুবিলাসযুক্তা, পরমোৎকর্ষে মহাভাব-ময়ী (তৃষ্ণাযুক্তা), গোকুলপ্রেমের বসতির আশ্রয়, জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশোযুক্তা, গুরুলোকে অর্পিত-গুরু-স্নেহবতী

সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীন কারিণী।

পুনশ্চ,—"মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী। গোপালোত্তর তাপন্যাং যা গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা ॥" অর্থাৎ—তিনি মহাভাব-স্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকারই নাই। গোপা-লোত্তরতাপনীতে তিনি গান্ধর্ব্বা বলিয়া বিশ্রুতা (বিখ্যাতা)।

(রাধা ইতি) ঋক্-পরিশিষ্টে চ—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" ইতি। অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষি-ণোদিতম্—যথা :—"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী। তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥" অর্থাৎ—রাধার সহিত মাধব ও মাধবের সহিত রাধা। পাদ্মেও রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধা-কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

তথা—শ্রীরূপকৃত-'চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ',—"নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্। মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্॥১॥ উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাম্। নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরী-তিলকশ্রিয়ম্॥২॥ ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্।-কজ্জলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্॥ ৩॥ তিলপুষ্পাভ-নাসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্। অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালী-বন্ধুরদ্বিজাম্॥ ৪ ॥ সরত্নস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাম্। কস্তূরী-

বিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্ ॥ ৫ ॥ দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজমৃণালিকাম্। বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্ ॥ ৬ ॥ রত্নাঙ্গুরিয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্। মনোহর-মহাহার-বিহারিকুচকুট্মলাম্ ॥ ৭ ॥ রোমালিভুজগীমূর্দ্ধরত্নাভতরলাঞ্চিতাম্। বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥ ৮ ॥ মণিসারসনাধারবিস্ফার-শ্রোণিরোধসম্। হেমরম্ভামদারম্ভ-স্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্ ॥ ৯ ॥ জানুদ্যুতি-জিতক্ষুল্লপীতরত্নসমুদ্গকাম্। শরন্নীরজনীরাজ্য-মঞ্জীরবিরণৎপদাম্ ॥ ১০ ॥ রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনখ-দ্যুতিম্। অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্ ॥ ১১ ॥ মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্। ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১২ ॥ অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাবমাধুরী-বিহ্বলান্তরে। অশেষনায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্ছোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে। ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥ গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোত্তংসমঞ্জরি। ললিতাদি-সখীযূথজীবাতু-স্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥ চটুলাপাঙ্গ-মাধুর্য্যবিন্দুন্মাদিত-মাধবে। তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দ-চন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥ অপারকরুণাপূরপূরিতান্তর্মনোহ্রদে। প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥ কচিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা। প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদাদ্দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥ ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা। প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥ কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি। সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০ ॥

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে। অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ-সূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে॥ ২১॥ ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুল-সীমন্তমণি প্রসীদ মে। পরিবারগণস্য তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ॥ ২২॥ করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি। অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ, সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥ ২৩॥ ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্। চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্॥ ২৪॥" অর্থাৎ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ন খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ১॥ তোমার মুখমণ্ডলচন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তুরি তিলকে সুশোভিত॥ ২॥ তোমার ভ্রূযুগল দ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ কুটিলকুন্তলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়ন যুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৩॥ তিলকুসুমের মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দাবলীর ন্যায় দন্তরাজি সুশোভিত॥ ৪॥ রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকার তোমার কর্ণভূষণ, তোমার চিবুক কস্তূরী-বিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত॥ ৫॥ তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, এবং মণিবন্ধ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীল-মণিময় বলয় দ্বারা

সুশোভিত ॥ ৬ ॥ তোমার করপদ্মস্থ অঙ্গুলি সকল রত্নাঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত ॥ ৭ ॥ তোমার হৃদয়ে বিরাজিত হার মধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভূজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলিরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ তোমার বিশাল কটিতটে মণিময় কিঙ্কিণী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণ কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে ॥ ৯ ॥ তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্গকের (কৌটার) শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুরযুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্মদ্বারা নীরাজিত ॥ ১০ ॥ তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতি দ্বারা কোটি ২ পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১-১২ ॥ অয়ি শ্রীমতী ! সমুদিত মহাভাব-মাধুরী দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাব ভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্যকারিণী ॥ ১৩ ॥ সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্মনখপ্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪ ॥ তুমি

গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরী স্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্য-কলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ স্বরূপ ॥ ১৫ ॥ তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য-বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজ পিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপ-রূপ কুসুমের আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকা-স্বরূপ ॥ ১৬ ॥ তোমার অন্তঃকরণরূপ মহাহ্রদ অপার করুণা-প্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি! তোমার দাসত্বাভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও ॥ ১৭ ॥ হে দেবি! তোমার মানান্তে চাটুবচন-পটু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব? ১৮ ॥ শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুমদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকর-স্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার এই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব ॥ ১৯ ॥ হে দেবি! হে সুন্দরি! কৃষ্ণসহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে? ২০ ॥ হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বূল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব? ২১ ॥ হে শ্রীমতী! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না

হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর ॥ ২২ ॥ হে বৃন্দাবন-চক্র-বর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবে, তৎপরে আমি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'-নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন ॥ ২৪ ॥

এই প্রকার স্তোত্রাদিদ্বারা ও সেবা-পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীরাধার ভজনা কর। শ্রীদাস গোস্বামী এতদূর বলিয়াছেন,—"লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রি-কমলস্য নখাঞ্চলস্য সৌন্দর্য্যবিন্দুমপি নার্হতি লব্ধুমীশে। সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং কিং জীবিতেন মম দুঃখদাবাগ্নিদেন ॥ আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালো ময়াতি-গমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥" অর্থাৎ—হে প্রাণেশ্বরি! লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্যবিন্দুও লাভ করিতে সমর্থা নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে ত্বদীয় লীলাদি দর্শন-যোগ্য চক্ষুদান না কর, তবে এই দুঃখরূপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল কি? হে বরোরু সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশা সমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টসহ

কাল যাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই॥ জীবের মধ্যে যদি ব্রজভাবে রতি জন্মে, তবে শ্রীগুরুর নিকট বিদিত স্বীয় সম্বন্ধ অবগত হইয়া, নিজ সেবা-সাধন-জন্য আদৌ সেই গুরুদেবের স্বরূপগত তত্ত্ব (অর্থাৎ গুরুরূপা) মঞ্জরীর পদ আশ্রয় করিয়া ভজন-সাধন করিবেন। ভজন-সাধন করিতে করিতে মঞ্জরীর কৃপা হইলে (সেবকের দর্শনে গুরুরূপা) সখীর নিকট সেবালাভ হয়। তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীরাধার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার কৃপা হইলে যুগল-লীলায় সেবালাভ হয়। সমস্তই নিষ্কপট দৈন্য, লালসা ও একান্ততা হইতে সিদ্ধ হয়।

সৌন্দর্য্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্যবলনে পরাভবে॥
ভজ, মন, চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরী শত,
বশীকারে করে তিরস্কার॥
সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যাজি,' যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,'
কোটিযুগে কৃষ্ণগেহে গতি॥

সখীকৃপা-ভেলা ধরি,' প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি,'
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া র'ব, ঈশ্বরীর কৃপা পা'ব,
গণিত হইব নিজজনে॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥ ১১॥

অন্বয়—১১। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ব্রজে (বৃন্দাবনে) শ্রীরূপেণ সমং (শ্রীরূপের সহিত) [ও] তদ্‌গণযুজোঃ (ত্বদীয় অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয়ের গণসহিত) স্মরবিবশরাধা-গিরিভৃতোঃ (মদনবিহ্বল শ্রীরাধাগিরিধারীর) সাক্ষাৎসেবালভন-বিধয়ে (সাক্ষাৎ সেবালাভের সাধনরূপে) নীত্যা (নির্দ্দেশানুসারে) ইদং (এই) তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতিপঞ্চামৃতং (তাঁহার অর্চ্চন-কীর্ত্তন-ধ্যান-শ্রবণ-প্রণামরূপ-পঞ্চামৃত) ধয়ন্ (পান করিয়া) অনুদিনং (প্রত্যহ) গোবর্দ্ধনং (শ্রীগোবর্দ্ধনের) ভজ (সেবা কর)। এখন গূঢ়ভজনের সাধনাঙ্গসকল বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ :—হে মন! তুমি ব্রজে স্বগণ-সহিত স্মরবিলাস-পরায়ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা লাভকরণার্থ শ্রীরূপের সহিত সগণ শ্রীনন্দনন্দনের ইজ্যা, আখ্যা, ধ্যান, শ্রবণ ও নতি,—এই পঞ্চবিধ অমৃত যথানীতি পান করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনকে ভজনা কর॥

১। স্বগণ-সহিত—শ্রীদাম-সুবলাদি বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীললিতা-বিশাখাদি-বেষ্টিতা শ্রীরাধিকা।

২। স্মর-বিলাস-পরায়ণ,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-রসাপেক্ষা শৃঙ্গার-রসবিলাসকে অধিক প্রিয় জানিয়া তাহাতে অনুরক্ত।

৩। ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবা লাভ,—সাধন-সময়ে যে সেবা, তাহা সাক্ষাৎ-সেবার অনুসরণ। সিদ্ধি-সময়ে প্রথমে দূরবর্ত্তি-সেবা-লাভ হয়। ক্রমশঃ মঞ্জরীর অনুগত হইয়া দূরবর্ত্তি-সেবা করিতে করিতে সখীদিগের নিকটবর্ত্তি-সেবার প্রাপ্তি হয়; তাহা করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ-সেবালাভ হয়। সেবা বহুবিধা অর্থাৎ কুঞ্জ-পরিষ্কার, শয্যা-প্রস্তুত, জলানয়ন, পর্ণ-প্রস্তুত, কর্পূরদান প্রভৃতি—সেবা অনন্ত। অনন্ত-সংখ্যক পরিচারিকা একটী একটী সেবা পাইয়া তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। সাক্ষাৎ-সেবা জীবের চিদ্দেহ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ দেহলাভ হইলে সম্ভব হয়। সাক্ষাৎ-সেবাকালে একমাত্র মধুর-রসগত নিগূঢ়ভাব-জনিত অমিশ্র পরমানন্দ, যাহার ক্ষয় হয় না ও যাহা নিত্য নূতনবিষয়াবলম্বী বলিয়া যাহাতে তৃপ্তি নাই, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনশীল অতুলানন্দ উত্থিত হয়, তাহাই হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তখন সেবাসুখ ব্যতীত স্বার্থান্তর নাই বলিয়া দুঃখলেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না। মধুর-রসাশ্রিত বিপ্রলম্ভাদি-ঘটনাক্রমে যে দুঃখ, তাহাও পরমানন্দের রূপান্তর মাত্র, জড়দেহের দুঃখের ন্যায় নয়।

৪। শ্রীরূপের সহিত,—'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বল-

নীলমণি' নামক গ্রন্থাদিতে মধুর-রসাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী যে নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক। তদ্ যথা—

"শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে। নাম-সংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ। নিখিলশ্রৈষ্ঠ্য-বোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনম্॥" অর্থাৎ—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি, রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, যাঁহার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ—এ প্রকার সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরা মণ্ডলে অবস্থিতি। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবন প্রভৃতি পাঁচটী অঙ্গ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই কয়েকটীর শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এইস্থানে পুনর্ব্বার কীর্ত্তিত হইল। অথবা শ্রীরূপ নিজসিদ্ধান্তানুসারে যেরূপ ভজন করিয়াছেন, তদ্রূপ।

৫। ইজ্যা,—শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবন অর্থাৎ অর্চ্চন। শ্রীহরিবাসর-সম্মান, মাল্য-তিলকাদি-ধারণ, চরণামৃত-প্রসাদ-সেবনাদি ব্রত, তুলসী-সেবা ইত্যাদি কয়েকটী অঙ্গ ইহার অন্তর্গত।

৬। আখ্যা,—ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ, ভক্তমণ্ডলীতে হরিকথা, শ্রীনাম ও লীলা-গুণাদি-কীর্ত্তন।

৭। ধ্যান,—স্মরণান্তর্গত কার্য্য-বিশেষ। এস্থলে, স্মরণকেই ধ্যান বলিয়াছেন। যথা শ্রীজীব,—"স্মরণং মনসানুসন্ধানম্। অথ

ক্রম-সোপানরীত্যা স্বখলভ্যং গুণপরিকরসেবালীলাস্মরণঞ্চানু-সন্ধেয়ম্। স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎ-কিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্; সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা; বিশেষতো রূপাদি-চিন্তনং ধ্যানম্; অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ; ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণঃ সমাধিরিতি।" অর্থাৎ—(ভক্তিসন্দর্ভ) স্মরণং মনসানুসন্ধান। অনন্তর পূর্ব্ববৎ ক্রমসোপান নিয়মানুসারে স্বখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণ ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই স্মরণ পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অনু-সন্ধানের নাম 'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সামান্যভাবে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা', বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তার নাম 'ধ্যান', উক্ত ধ্যানই অমৃতধারা-তুল্য অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং যে-ধ্যানে কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুরই স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা 'সমাধি' নামে নামে কথিত হয়।

৮। শ্রবণ,—সাধুমুখে ভগবন্নামলীলাদি-কীর্ত্তন-শ্রবণ। অপরাহ্নে যে পুরাণ-শ্রবণাদি ব্যবস্থা, তাহা ইহার অন্তর্গত।

৯। নতি,—শ্রীমূর্ত্তির নিকট বা ভগবল্লীলা-স্মরণোদ্দীপক স্থানাদি দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম-করণ।

২০। শ্রীগোবর্দ্ধন-ভজন,—শ্রীদাস-গোস্বামী এই কথাটি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীদাস-গোস্বামীকে ভক্তজনহৃদয়াকাশচন্দ্র শ্রীমচ্চৈতন্যদেব শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা অর্পণ করেন। যথা:—"মহাসম্পদ্দারাদপি

পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া, স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ। উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥" অর্থাৎ—পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপা দ্বারা মহাসম্পদ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষস্থলে গুঞ্জাহার এবং আমাকে গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন॥ সেই গোবর্দ্ধনশিলা সাক্ষাৎ ভগবৎ পদার্থ। তদ্ভজন অথবা শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করেন, সে-স্থান ছাড়িব না,—এইরূপ নিষ্ঠাও শ্রীগোবর্দ্ধন-ভজন। সাধারণ-পক্ষেও দুইটী অর্থ। একটী এই যে, সেবনীয় শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাতে পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূজা কর। অন্য অর্থ এই যে, শ্রীগোবর্দ্ধন-নামা লীলাস্থান এবং উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে নিষ্ঠার সহিত ভগবদারাধন কর। ইহাতে শ্রীরূপোক্ত মথুরামণ্ডলবাসের যে প্রধান অঙ্গত্ব, তাহাই বাক্যান্তরে কথিত হইয়াছে।

১১। নীত্যা,—নীতি-শব্দে কেবল বিধিকে বুঝিতে হইবে না। যিনি বিধি-ভক্তির অধিকারী, তিনি বিধিক্রমে ভজন করিবেন যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী, তিনি শ্রীরূপ-প্রদর্শিত রাগনীতিকে অবলম্বন-পূর্ব্বক ভজন করিবেন॥ ১১॥

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর॥
মন, যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁ'র অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট ভজন॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পা'বে,
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা॥
যুগলপূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সঙ্কীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে॥

মনঃ শিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথ-শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে॥ ১২॥

অন্বয়—১২। যঃ জনঃ (যে জন) সযূথ-শ্রীরূপানুগঃ ভবন্ (সগণ শ্রীরূপ প্রভুর অনুগত হইয়া) সমধিগতসর্ব্বার্থততি (সমস্ত অর্থসমূহের সম্যক্ বোধপূর্ব্বক) এতৎ (এই) মনঃশিক্ষা-

দৈকাদশকবন্নং (মনের শিক্ষাপ্রদ উত্তম একাদশক) মধুরয়া গিরা (মধুর বাক্যে) উচ্চৈঃ গায়তি (উচ্চস্বরে গান করে), সঃ ইহ গোকুলবনে (সে এই গোকুলবনে) রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন) লভতে (প্রাপ্ত হয়)। ফলশ্রুতি বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থ :—যিনি সযূথ শ্রীরূপের অনুগ হইয়া গোকুল-বনে অতিশ্রেষ্ঠ এই 'মনঃশিক্ষাদ'-নামক একাদশ শ্লোক মধুর বাক্যে, উচ্চৈঃস্বরে অর্থ-সমূহের সম্যগ্ জ্ঞান-সহকারে গান করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥

১। সযূথ,—সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসঙ্গ বিশিষ্ট। ললিতাদি সখীগণ সযূথ হইয়াও যেরূপ শ্রীরাধানুগা হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ভাগবতোত্তমগণও বহু শিষ্যের গুরু হইয়াও শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগ হন। তদ্ যথা :—

"যূথাধিপত্বেঽপ্যৌচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ। স্বেষ্টরাধাদি-ভাবস্য লোভাৎ সখ্য-রুচি দধুঃ।" অর্থাৎ—ললিতাদি সখীগণ সুযোগ্যা যূথাধিপ। তাঁহারা নিজ ইষ্ট রাধাভাবের লোভে সখ্য রুচি ধারণ করিয়াছেন।

২। শ্রীরূপানুগ,—শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে যে রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদনুসারে স্বয়ং যেরূপ ভজন করিয়াছেন, তদ্রূপ-করণকে "শ্রীরূপানুগ ভজন" বলা যায়।

৩। গোকুলবনে,—শ্রীমন্মথুরামণ্ডলের যে কোন নিভৃত স্থানে। শ্রীমন্মথুরা-মাহাত্ম্য-কথনে শ্রীরূপ,—"মুক্তের্গোবিন্দভক্তে-

বিতরণচতুরং সচ্চিদানন্দরূপং, যস্যাং বিদ্যোতি-বিদ্যাযুগলমুদয়তে তারকং পারকঞ্চ। কৃষ্ণস্যোৎপত্তিলীলা-খনিরখিল-জগন্মৌলিরত্নস্য সা তে, বৈকুণ্ঠাদ্ যা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মথুরা মঙ্গলানাং কলাপম্ ॥১॥ কোটীন্দুস্পষ্ট-কান্তী রভস-যুত-ভবক্লেশযোধৈরযোধ্যা, মায়া-বিত্রাসিবাসা মুনিহৃদয়মুষো দিব্যলীলাঃ স্রবন্তী। সাশীঃ কাশী-শমুখ্যামরপতিভিরলং প্রার্থিতদ্বারকার্য্যা বৈকুণ্ঠোদ্গীতকীর্ত্তির্দিশতু মধুপুরী প্রেমভক্তিশ্রিয়ং বঃ॥২॥ বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলী-নিস্তারকং তারকং, ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাসংপারকম্। এতদ্যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং, মথ্নাতু বাসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াৎ॥৩॥ অত্যাবন্তি পতদ্ গ্রহং কুরু করে মায়ে শনৈর্বীজয়, ছত্রং কাঞ্চি গৃহাণ কাশি পুরতঃ পাদূযুগং ধারয়। নাযোধ্যে ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদ্গারয় দ্বারকে দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে॥৪॥”

অর্থাৎ—শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে নিপুণ তারণকারী ও ভবসিন্ধু পারকারী বিদ্যাদ্বয় যাহাতে শোভিত এবং নিখিল জগন্মণ্ডলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলার স্থানে, সেই বৈকুণ্ঠেকমাহ্না শ্রীমথুরাপুর তোমার কুশল সমূহ বিস্তৃত করুন॥১॥ যাঁহার কান্তি কোটিসংখ্যক চন্দ্র হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান্ সংসারের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ—যথায় বাস করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাস মাহাত্ম্যে মায়াবী দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয়। এবং

শুক শৌনকাদি মুনিগণের চিত্তহারিণী কৃষ্ণলীলা যাঁহার নিত্য-সিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের কামনাকে যিনি প্রসূত করেন, এবং শিব প্রভৃতি দেবগণও যে নগরে প্রতিহারী-কার্য্য অভিলাষ করেন, এবং বরাহদেবও যাঁহার কীর্ত্তি গান করিয়াছেন, সেই মথুরাপুরী তোমাদিগের প্রেমভক্তি প্রদান করুন ॥ ২ ॥ মুক্তি-বৃক্ষের বীজস্বরূপ ও অনর্থ পরম্পরার নিস্তারকারী, এবং সমূহ অমঙ্গল হইতে রক্ষক এবং প্রেমরসের আস্পদ স্বরূপ, এবং সকল কামনা পূর্ণকারী, এই শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিচ্ছক্তি যুগল যাহাতে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীমথুরাপুরী, তোমাদিগের লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত পাপরাশির ধ্বংস করুন ও প্রেমভক্তি বিধান করুন ॥ ৩ ॥ হে অবন্তি! তুমি অদ্য পিক্‌দান হস্তে গ্রহণ কর; হে মায়াপুরি! তুমি চামর ব্যজন কর; হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর; হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর; হে অযোধ্যা! তুমি আর ভীত হইও না; হে দ্বারকে! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না; যেহেতু কিঙ্করী স্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক,—"মুকুন্দমুরলীরবশ্রবণ-ফুল্লহৃদ্বল্লবী-কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা। কলিন্দ গিরিনন্দিনী-কমলকন্দলা-ন্দোলিনা সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥ বিকুণ্ঠ-পুরসংশ্রয়াৎ বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীম্। চতুর্মুখমুখৈরপি স্পৃহিততার্ণদেহোদ্ভবা

জগদ্‌গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥ অনারত-বিকস্বর-ব্রততি-পুঞ্জ- পুষ্পাবলী-বিসারিবরসৌরভোদ্‌গমরমা-চমৎকারিণী। অমন্দমকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-দ্বিরেফকুলবন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥ ক্ষণদ্যুতিঘনশ্রিয়োর্ব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ, সুবল্গুভিরলংকৃতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ। তয়োর্নখর-মণ্ডলী-শিখরকেলিচর্য্যোচিতৈর্বৃতা কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণস্তু বৃন্দাটবী ॥৪॥ ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী শুভতরাধিকারক্রিয়াপ্রভাবজ-সুখোৎসবস্ফুরিত-জঙ্গমস্থাবরা। প্রলম্বদমনানুজধ্বনিতবংশিকাকাকলি-রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥ অমন্দমুদিরার্ব্বুদাভ্যাধিক-মাধুরীমেদুর-ব্রজেন্দ্রসুতবীক্ষণোন্নটিতনীলকণ্ঠোৎকরা। দিনেশ-সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লসল্লতাখগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥ অগণ্য-গুণ-নাগরীগণগরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা মনোজ-রণচাতুরীপিশুনকুঞ্জপুঞ্জোজ্জ্বলা। জগত্ত্রয়কলাগুরোর্ললিতলাস্য-বল্গৎপদ-প্রয়োগবিধিসাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥ বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনা মধুদ্বহবধূচমৎকৃতিনিবাসরাসস্থলা। অগূঢ-গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা সহজস্থ সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥” অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ কর্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জ পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দাগিরিনন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দের সঞ্চালক সমীরণ দ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥ বৈকুণ্ঠে পরব্যোমস্থিত মোক্ষ হইতেও উৎকৃষ্ট অতএব সহস্রগুণাধিক শ্রেয়স্ অর্থাৎ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-

মধুর-রসাত্মিকা সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, সুতরাং জগদ্গুরু চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে স্থানের তৃণাদি হীন জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥ যিনি নিয়ত পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণের সমস্ত ভ্রমণকারী ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৩ ॥ যাহার সমূহ অবয়ব, সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নিত পদপঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখর-শ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুর দ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥ নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজের দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতি বশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দাসখী যে স্থানের স্থাবর জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণি-দিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণবাদিত-বংশীকাকলি (সূক্ষ্ম-মধুরধ্বনি)-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥ ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শন পূর্ব্বক যেস্থানে কৌতূহল সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার" এই প্রীতিসূচকবাক্যে, লতা এবং মৃগ পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যেস্থানে উল্লাসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী

আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥ অগণ্য গুণগ্রাম সম্পন্না শ্রীরাধিকার কামযুদ্ধ-চাতুরীতে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত হইতেছে এবং ত্রিভুবনের প্রধান কলাকৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকার্য্যে পদ চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৭ ॥ জনদুর্ল্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন স্বয়ং যেস্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসূদনবধূ গোপাঙ্গনাদিগের অথবা রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতির চমৎকার-কারি রাসমণ্ডল যেস্থানে স্থিত রহিয়াছে এবং অপ্রকট কানন-শোভা বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বল-কান্তি, সেই বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৮ ॥

৪। মনঃশিক্ষাদ,—ভজনাভিলাষী ব্যক্তির মনকে শিক্ষাদান করেন।

৫। অতিশ্রেষ্ঠ,—শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রসাদাৎ শ্রীস্বরূপগোস্বামি-দত্ত অতিশয় গোপনীয় উপদেশময়।

৬। মধুর বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে,—ছন্দসহিত অন্যের সহিত একত্রে বা একা দ্রবাত্মক কাকুতিযুক্ত-স্বরে।

৭। অর্থসমূহের সম্যগ্ জ্ঞান,—এই একাদশ শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ, তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান-সহকারে।

"যেষাং সরাগভজনে ব্রজরাজ-সূনোঃ, শ্রীরূপশিক্ষিতমতানু-গমনানুরাগঃ। যত্নেন তে ভজনদর্পণ-নাম ভাষ্যং, শিক্ষাদ-শ্লোক-সহিতং প্রপঠন্তু ভক্ত্যা॥"—ইতি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরচিতং মনঃশিক্ষাদাখ্যশ্লোকানাং 'ভজনদর্পণং' নাম মিশ্রভাষ্যং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।

———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃতম্।

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতম্।

ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর লক্ষণ।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়—যঃ ধীরঃ (যে সুমেধা) বাচো বেগং (বাক্যের বেগ) মনসঃ (মনের বেগ), ক্রোধ বেগং (ক্রোধের বেগ), জিহ্বা-বেগম্ (জিহ্বার বেগ), উদরোপস্থবেগং (উদর ও উপস্থের বেগ)—এতান্ বেগান্ (এই-সকল বেগ) বিষহেত (সহ্য করিতে সমর্থ হন), সঃ ইমাং (তিনি এই) সর্ব্বাং পৃথিবীম্ অপি (সমগ্র পৃথিবীকেও) শিষ্যাৎ (শাসন করিতে পারেন)।

অভিধেয়রসাচার্য্য শ্রীশ্রীলরূপ গোস্বামিপ্রভু জীব জগতের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া শোকামর্ষাদি বিবিধ ভাবে আক্রান্ত মানস ব্যক্তিগণের চিত্তে শ্রীমুকুন্দের স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা কি-প্রকারে হইতে পারে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি-প্রতিবন্ধক বিষয়-গুলি শিক্ষা মানসে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্লোকার্থ :—যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই ছয় বেগ সহ্য

করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন ॥ ১ ॥

পীযূষ-বর্ষিণী বৃত্তি (শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃতা)

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ॥ "যৎকৃপাসাগরোদ্ভূতমুপদেশামৃতং ভুবি। শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তম্॥ নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকাকারং প্রণম্য চ। ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ "পীযূষ-পরিবেশনী"॥ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।৯) এই কারিকাসম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন-সহকারে ভক্তির অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের নিতান্ত প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধা-ভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তি-লক্ষণ শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।—রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥" (শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

এই শ্লোকে প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে-ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

"শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র

মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥" (শ্রীপদ্মপুরাণ)—যাহার হৃদয়দেশ শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ, তথায় কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা হইবে ?

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা—এই সকলের উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচন প্রয়োগ দ্বারা ; মানস-বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথ দ্বারা ; ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি-প্রয়োগ দ্বারা ; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, কটু, লবণ, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ রস-লালসাদ্বারা ; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন প্রয়াস দ্বারা ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসা-দ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তি-প্রবণ করিবার জন্য অস্মত্তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটীর সর্ব্বাগ্রে অবতারণ করিয়াছেন। উক্ত ষড়্‌বর্গ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তিসাধন, তাহা নহে ; কিন্তু, ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন-মাত্র। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্‌বর্গ-নিবৃত্তির উপদেশ আছে। তত্তৎ-সাধন-প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণ-নামরূপচরিতাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎভক্তি।

ভক্তির অনুশীলন-সময়ে উক্ত ষড়্‌বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত

অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ-নামাপরাধ-দমনচেষ্টার মধ্যে নামবল-কৃপায় এই প্রতিবন্ধকও শুদ্ধভক্তসঙ্গ-প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হ'ন। তদাশ্রয়-অপরাধ, যথা,—শ্রুত্বাপি নাম-মাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ॥ অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ (শ্রীপদ্মপুরাণ) অর্থাৎ—যে অধম নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে প্রীতিরহিত হইয়া অহংমমতাদিপরায়ণ হয়, সে নামাপরাধী। ভক্তগণ যুক্ত-বৈরাগ্যপরায়ণ, অর্থাৎ শুষ্কবৈরাগ্যের অধিকারী ন'ন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি-পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাঁহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসত্তৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্র-বেগ, ঘ্রাণ-বেগ ও শ্রবণ-বেগ নিয়মিত হয়। অতএব, ষড়্‌বেগ-জয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বীজয়ী হ'ন। এই বেগসহনোপদেশ কেবল গৃহিভক্তের পক্ষে; কেননা, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদিবর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১॥

মর্ম্মানুবাদ-গীতি—

হরি হে!

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার॥
করম, গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন-ভজন নাই।

তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥
বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ ।
মিলিয়া এ'সব, সংসারে ভাসা'য়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥
অনেক যতনে, সে-সব-দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি ।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥

[শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-প্রণীতা]

অনুবৃত্তি—পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ, মানস-বেগ ও শরীর-বেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য বেগসহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হ'ন। 'বাক্যের বেগ' বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা-সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড-নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর-অভিলাষীর যথেচ্ছ-ভোগপর অনুভব-জন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগ সহনের ফল, উহাই বাগ্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমান না হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অনুভব-জন্য বাক্‌চেষ্টা-বিশেষ। 'মনের বেগ' দ্বিবিধ— অবিরোধ-প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ।

মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভীলাষীর মতে বিশ্বাস—এই তিন প্রকার অবিরোধ-প্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ-প্রীতি-বেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি-জন্য, কর্ম্মফললাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি-হেতু 'ক্রোধ'। কৃষ্ণলীলা-চিন্তাই মানসবেগ-সহনের ফল; উহাই মানসবেগ নহে। শরীরবেগ ত্রিবিধ—'জিহ্বাবেগ', 'উদরবেগ' ও 'উপস্থবেগ'। ষড়্‌রসের কোন রস-লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকল-প্রকার পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত শব শ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ, লতা ও শাক, গব্য-প্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারি প্রভৃতি তাম্বূলোপকরণ, তাম্বূল, ধূম্রপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন মদ্য-প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবন জিহ্বা-বেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক শুদ্ধ-জীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদ-ভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু, ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ, নিজ জড়ভোগ-বাসনার উদ্দেশ্যে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে, উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ

করিবার পিপাসা জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানা প্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।"—(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭, ২৩৬)। উদরবেগ অনেক সময় জিহ্বাবেগেরই সহচর। উদরবেগ-গ্রস্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিকভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানা প্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ-সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি-পালনে ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়।

'উপস্থবেগ' দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশিচর্য্যা-পালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ—শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী-গ্রহণ, অষ্ট-প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েই জিহ্বা, উদর ও উপস্থ-বেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীল-জগদানন্দ পণ্ডিত 'প্রেম বিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"বৈরাগি ভাই! গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥ স্বপ্নেও না কর ভাই! স্ত্রী-সম্ভাষণ। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই! আসিয়াছ বন॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে ॥”

বাক্য, মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড়্‌বিধচেষ্টা যিনি সম্যগ্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই ‘গোস্বামী’। বেগবট্‌কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব ‘গোদাস’-শব্দবাচ্য হ’ন। গোস্বামিগণই কৃষ্ণসেবক। গোদাসগণ মায়ার দাস; সুতরাং, কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্ত-গো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থ মানিনঃ॥ (শ্রীভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)॥ ১॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা—‘কৃষ্ণেতর-কথা—বাগ্‌বেগ তা’র নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥ সুস্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বাবেগ-দাস। অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥ যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥ এই ছয় বেগ যা’র বশে সদা রয়। সে-জন গোস্বামী, করে পৃথিবী বিজয়॥”

ভক্তির প্রতিকূল ষড়্‌দোষ—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥ ২॥

অন্বয়—অত্যাহারঃ (অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়), প্রয়াসঃ চ

(প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা), প্রজল্পঃ (বৃথা বাক্যব্যয়), নিয়মাগ্রহঃ (নিয়মে অধিক আগ্রহ বা আদর ও গ্রহণ না করা বা অবহেলা), জনসঙ্গঃ চ (বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গ), লৌল্যং চ (এবং চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত-চিত্ততা)—[এতৈঃ-এই] ষড়্ভিঃ (ছয়টির দ্বারা) ভক্তিঃ বিনশ্যতি (ভক্তি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়) ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ—(কোন বস্তুর) অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর ও অপালন, কৃষ্ণভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব—এই ছয় দোষে ভক্তি-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়।

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের কথা। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টী দোষ ভক্তি বিরোধী।

অত্যাহার—অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয় চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ; গৃহিবৈষ্ণবের যাবৎ-নির্ব্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা, ততোঽধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার; ভজন-প্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না। প্রয়াস—ভক্তিবিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম। প্রজল্প—কালহরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা। ইহা হইতে সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ হয়। নিয়মাগ্রহ—উচ্চাধিকার-প্রাপ্তি সময়ে নিম্নাধিকার-গত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তি-পোষক নিয়মের অগ্রহণ—এই দুই

প্রকার। জনসঙ্গ—শুদ্ধভক্ত-জনসঙ্গ ব্যতীত অন্যজনসঙ্গ। লৌল্য—নানা-মতবাদিসঙ্গে অস্থির-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্যাদি-বুদ্ধিজনিত নামাপরাধ হয়॥ ২॥

হরি হে!

অর্থের সঞ্চয়ে বিষয়-প্রয়াসে,
আন-কথা-প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম-আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে॥
অস্থির-সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরি-ভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা, মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে॥
এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল', হইল আমার,
এখন কি করি হরি!॥
আমি ত' পতিত, পতিত-পাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম॥

অনুবৃত্তি—অত্যাহার—জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ, কর্ম্মফলবাদিগণের ফলসঞ্চয়, অন্যাভিলাষীদিগের (চক্ষুবর্গাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন বিষয়ে) অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। প্রয়াস—জ্ঞানির জ্ঞানাভ্যাসবিধি, কর্ম্মীর তপস্যা-ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্র-দ্রবিণাদি-বিষয়েই প্রয়াস। প্রজল্প—জ্ঞানির শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মীর অনুষ্ঠান-প্রিয়তা, অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বাক্যাবলি (তন্মধ্যে নিজ সুখ্যাতি সূচক বাক্যাবলিই প্রধান)। নিয়মাগ্রহ—মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞান-শাস্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র-সুখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগশাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 'ইউটেলিটেরিয়ান্'-দিগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত বিধির প্রতি মর্য্যাদাস্থাপনই 'নিয়মাগ্রহ'। ভক্তিলাভের নিয়মাদিতে উদাসীন হইয়া যথেচ্ছাচারকে অনুরাগ-মার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করা। জনসঙ্গ—নির্ব্বিশেষজ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ এবং আশুইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক-সঙ্গই জন-সঙ্গ। হরিজন-সঙ্গ-লাভ ঘটিলে বিষয়ীজনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। লৌল্য—মুক্তি ও ভুক্তি-স্পৃহা এবং লৌকিক-ইন্দ্রিয়-সুখ-চেষ্টার বৃত্তি সমূহই লৌল্য। কৃষ্ণের জন্য এই ছয়টী অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়, নতুবা কৃষ্ণেতর-বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ২ ॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত ভাষা—"অত্যন্ত সংগ্রহে যা'র সদা

চিত্ত ধায়। 'অত্যাহারী' ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥ প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যা'র মন। 'প্রয়াসী' তাহার নাম ভক্তি-হীন জন॥ কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আন কথা কহে। 'প্রজল্পী' তাহার নাম, বৃথা বাক্য বহে॥ ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ। বহ্বারম্ভী সে 'নিয়মাগ্রহী' অতি দীন॥ কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ বিনা অন্য সঙ্গে রত। 'জনসঙ্গী' কু-বিষয়-বিলাসে বিব্রত॥ নানা-স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। 'লৌল্যপর' ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥ এই ছয় নহে কভু ভক্তি-অধিকারী। ভক্তি-হীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥"

ভক্তির অনুকূল ষড়্গুণ

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥ ৩॥

অন্বয়—উৎসাহাৎ (ভক্তিসাধনে উদ্যম), নিশ্চয়াৎ (দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প), ধৈর্য্যাৎ (সহিষ্ণুতা), তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ (ভক্ত্যনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান), সঙ্গত্যাগাৎ (আসক্তি ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ), [এবং] সতঃ বৃত্তেঃ (সাধুর আচরণ) [অবলম্বনকারীর, এই] ষড়্ভিঃ (ছয়টীর দ্বারা) ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি (ভক্তি বৃদ্ধি পায়)॥ ৩॥

শ্লোকার্থ—(ভক্তিসাধনে) উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন—এই ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—জীবন যাত্রা-নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন—এই দুইটীই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি-অনুশীলনের অনুকূল-ক্রিয়ার ব্যবস্থা, শেষার্দ্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা।

উৎসাহ—ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তির লোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয়—দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য্য—অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন—ভক্তিপোষক কর্ম্ম বিধি ও নিষেধভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি—বিধি। শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বীয়ভোগ-সুখ-পরিত্যাগাদি—নিষেধ। সঙ্গত্যাগ—অধর্ম্ম, স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ-ত্যাগ। সদ্বৃত্তি—সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন; গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ-ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্বৃত্তি। উক্ত ছয়টী হইতে ভক্তি সিদ্ধ হ'ন। হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল- কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গবিসর্জ্জন॥
ভক্তি-সদাচার, —এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ।

কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধুবেষ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥
এ-হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি ॥

———

অনুবৃত্তি

উৎসাহ—জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ-তাৎপর্য্যে যে-সকল সাধন-বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয়-কথা আছে, তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ। নিশ্চয়—ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ—মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তিমার্গই জীবমাত্রেরই অনুসরণীয়—এরূপ স্থির-ধারণাই 'নিশ্চয়'। ধৈর্য্য—ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না—এরূপ ধারণা। "খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম" এইরূপ। তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন—মুমুক্ষু ও বভুক্ষুগণের আদিষ্ট

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানসমূহে, কৃষ্ণেতর-সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধন। সঙ্গত্যাগ—ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্ব স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা এবং জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়মূঢ় জানিয়া সঙ্গ পরিবর্জ্জন। ভক্ত সঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্ত-সঙ্গীকে জ্ঞানি-প্রভৃতি অভক্ত-সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যা'ক্, তাহাদের সহিত কোন-প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। (তিনি) বদ্ধত্বনিরসন-চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল, বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর তো কথাই নাই,—এই ত্রিবিধ অনিত্য-অভিমানিগণকে ত্যাগ করিতে হইবে। সদ্বৃত্তি—কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। "জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১)। ভক্তি-ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় 'অসৎ' অর্থাৎ নিত্য নহে। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২)। সুতরাং ভক্তিমার্গই, 'সাধুর বৃত্তি'। তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। অতএব নিত্যনামাশ্রিত 'ভক্ত সাধুর বৃত্তি'-গ্রহণ কর্ত্তব্য। এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়॥ ৩॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা—"ভজনে উৎসাহ যা'র ভিতরে

বাহিরে। সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পা'বে ধীরে ধীরে ॥ কৃষ্ণভক্তি-প্রতি যা'র বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয় ॥ কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীর-ভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে, ভক্তিমান্ সেই ॥ যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা, না করয়ে রোষ ॥ কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি'। ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥ কৃষ্ণভক্ত যাহা করে, তদনুসরণে। ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে ॥ এই ছয় জন হয়—ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি' ॥ ৩ ॥"

ষড়্বিধ প্রীতি-লক্ষণ

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—[পরস্পর] দদাতি (দান করে), প্রতিগৃহ্ণাতি (প্রতিগ্রহণ করে), গুহ্যম্ (গোপন বিষয়) আখ্যাতি (বলে), পৃচ্ছতি (জিজ্ঞাসা করে), ভুঙ্‌ক্তে (ভোজন করে) চ (ও) ভোজয়তে (ভোজন করায়),—[এইরূপে] প্রীতিলক্ষণং (প্রীতির লক্ষণ) ষড়্বিধম্ এব [ভবতি] (ছয় প্রকারই হয়) ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ—এক্ষণে ভক্তি পোষক সংপ্রীতি কার্য্যরূপ তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন—পরস্পর দান ও গ্রহণ, গোপন-বিষয়ের কথন ও জিজ্ঞাসা, আহার ও আহার-প্রদান—এইরূপে প্রীতির লক্ষণ ছয় প্রকারই হয় ॥ ৪ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল ; সুতরাং, ত্যাজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গ-শোধক শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট। দদাতি—প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া। প্রতিগৃহ্লাতি—ভক্ত-দত্তবস্তু প্রতিগ্রহণ করা। গুহ্যমাখ্যাতি—স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্তকরা। পৃচ্ছতি—ভক্তের গুপ্ত-বিষয় জিজ্ঞাসা করা। ভুঙ্‌ক্তে—ভক্ত-দত্ত অন্নাদি ভোজন করা। ভোজয়তে—ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান। প্রীতি-লক্ষণম্—উক্ত ছয়টি সৎপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে।

হরি হে !

দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ'-সব করি'।
ভক্তি হারাইনু সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি ॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ-সঙ্গ-লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥

যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুহুঁ সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ
কবে বা হইবে হরি ॥

অনুবৃত্তি—সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইতেছে। দদাতি—মায়াবাদী ও মুমুক্ষু, ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী ও অন্যাভিলাষী—এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়াবাদি-প্রভৃতি—তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য-কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই; যেহেতু; 'অশ্রদ্দধানে হরিনাম-দান' অপরাধ-সমূহের অন্যতম। প্রতিগৃহ্লাতি—মায়াবাদি-প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। গুহ্যমাখ্যাতি—মায়াবাদ-প্রভৃতি তিনটী দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা-তথা।" (শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৯)। পৃচ্ছতি—মায়াবাদি-প্রভৃতির গোপনীয় রহস্য-শ্রবণের আবশ্যকতা নাই; যেহেতু, 'হরি-বিরোধি-জন আত্মঘাতী। ভুঙ্‌ক্তে—ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে কৃষ্ণের না হয় স্মরণ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬২৭৮)।

ভোজয়তে—উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতেও নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা—এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয়-বৃদ্ধি হয়। প্রীতি—সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে, জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্য-নিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য প্রদান-রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য ॥ ৪ ॥

শ্রীল সরস্বতীঠাকুর-কৃত ভাষা—"দ্রব্যের প্রদান, আর আদান করিলে। গোপনীয়-বাক্যব্যয়, আর জিজ্ঞাসিলে॥ ভোজন করিলে, আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয়, যবে দুই মিলে॥ ভক্তজন-সহ প্রীতি সঙ্গ হয় এই। অভক্তে অপ্রীতি করে, ভাগ্যবান্ যেই॥"

মধ্যমাধিকারীর ত্রিবিধ-বৈষ্ণব-সেবন

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) গিরি (বাক্যে) কৃষ্ণ ইতি (হে কৃষ্ণ! ইহা বর্ত্তমান বা শুনা যায় বা 'কৃষ্ণ'! এই নাম আছে), [মধ্যম অধিকারী] তং (তাঁহাকে) মনসা আদ্রিয়েত (অন্তরে আদর করিবেন) তস্য চেৎ দীক্ষা অস্তি (যদি তাঁহার সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে।) অথবা যস্য গিরি কৃষ্ণ ইতি তং

মনসাদ্রিয়েত (যাঁহার বাক্যে কৃষ্ণ ইহা বর্ত্তমান বা শুনা যায় তাঁহাকে অন্তরে আদর করিবেন)। চেৎ দীক্ষা অস্তি ঈশং ভজন্তং তং প্রণতিভিঃ চ আদ্রিয়েত। (যদি সদ্গুরুচরণ হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে, তবে শ্রীভগবানের ভজন পরায়ণ তাঁহাকে প্রণাম দ্বারাও আদর করিবেন।) অনন্য (কৃষ্ণেতর প্রীতিরহিত) [অতএব,] অন্যনিন্দাদিশূন্য-হৃদং (অপরের নিন্দা-প্রভৃতি কার্য্য হইতে মুক্তহৃদয়), ভজনবিজ্ঞং (ভজনকুশল মহা-ভাগবতকে) ইপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা (অভীষ্ট-সঙ্গলাভ-হেতু) শুশ্রূষয়া (আদ্রিয়েৎ) (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে আদর করিবেন)।

শ্লোকার্থ—বর্ত্তমানে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি উপদেশ করিতেছেন যথা—যাঁহার মুখে 'হে কৃষ্ণ'!—এই কথা শুনা যায়, মধ্যম অধিকারী তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগ-বদ্ভজনকারীকে যদ্রূপ মনে মনে, তদ্রূপ প্রণতিদ্বারাও আদর করিবেন। অথবা—যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই-নাম শুনা যায়, তাঁহার যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে (মধ্যম অধিকারী) তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। শ্রীভগবদ্ভজনকারীকে অর্থাৎ বাস্তব-ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট অধিকারী ব্যক্তিকে (কেবল মনে মনে নহে) প্রণতি-দ্বারাও আদর বা সম্মান করিবেন। অনন্য অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতি-রহিত, অতএব, অপরের নিন্দা প্রভৃতি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ

সর্ব্বত্র সমদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞ মহাভাগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সমাদর করিবেন ॥ ৫ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"—(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)। এই শিক্ষানুসারে সাধক যত-দিন মধ্যম-ভক্ত-পদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-দৃষ্টিবশতঃ শত্রু, মিত্র ভক্তাভক্তাদি-ভেদ উত্তম-ভক্তের নাই। মধ্যম-ভক্ত ভজনপ্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে মধ্যমভক্তের ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। (১) যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদ্দোষশূন্য, কিন্তু সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল 'বালিশ' জানিয়া মধ্যম-ভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর করিবেন। (২) দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে প্রণতিদ্বারা আদর করিবেন। (৩) অন্যনিন্দা-শূন্য মহাভাগবতকে ঈপ্সিত-সঙ্গ জানিয়া কৃতার্থবোধে আদর করিবেন। এই-প্রকার বৈষ্ণবসেবাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল ॥ ৫ ॥

হরি হে!

সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গায়।

মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি' নিজ-জন তা'য় ॥
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব হরি ॥
সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইল জানি ॥
নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পা'ব।
কবে এ'সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব ॥

অনুবৃত্তি—দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্‌। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥"—(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ২।৭ধৃত 'বিষ্ণুযামল'-বচন)। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-মতে যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ 'দীক্ষা' বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ—অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্‌ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনাম

আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাগ্বেগ থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত আছেন, তাহাতে সম্বন্ধ-বিবেকের সহিত নাম আশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা। কৃষ্ণ নামাশ্রিত-জন ব্যতীত হরিজন হইবার সম্ভাবনা নাই। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৭।৬৮) 'শ্রীসনাতন শিক্ষা'য়—"যাঁহার কোমল-শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥ রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি—তরতম।" শ্রীচরিতামৃত (মঃ ১৫।১০৫, ১০৬, ১১১)—"সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ? কে বৈষ্ণব, কহ, তাঁ'র সামান্য লক্ষণে॥" প্রভু কহে—"যাঁ'র মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥" "অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম। সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥" "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭) (২) যে-ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। "কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬.৭২) "শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥"-(শ্রীচৈঃচঃ মঃ ২২।৬৬, ৬৪) "ঈশ্বরে তদধীনেষু..............। (শ্রীঃ ভাঃ ১১।২।৪৬) মধ্যমভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায়, তিনি শ্রীনামকে

পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তন-যজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতি-বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচি-বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতি-রহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মানস-সেবাদ্বারা অষ্টকালীয়-লীলার ভজন-পারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্য-বস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি ভেদভাব-রহিত,—এরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়-আশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তম-সঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। "যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। তাঁহারে জানিহ, তুমি 'বৈষ্ণব প্রধান'॥ ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ। 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', আর 'বৈষ্ণবতম'॥—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪-৭৫) "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"—(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫) (ক) মহাভাগবত—কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজন-পরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (খ) মধ্যমাধিকারী—কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদর-বিশিষ্ট ; বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর

উপেক্ষা-পরায়ণ ; সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তু মাত্রেরই বাহ্যাভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপট-বুদ্ধি হইয়া অধশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (গ) কনিষ্ঠাধিকারী-কৃষ্ণনামে অখিলমঙ্গল হয়, জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু, মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেন না। মধ্যম ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায়, একমাত্র নাম পরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্ত্তে, একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন ॥ ৫ ॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষ্য—"কৃষ্ণ-সহ কৃষ্ণ-নাম অভিন্ন জানিয়া। অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া॥ যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া॥ নামের ভজনে যেই কৃষ্ণ সেবা করে। অপ্রাকৃত ব্রজে বসি' সর্ব্বদা অন্তরে॥ মধ্যম বৈষ্ণব জানি' ধর তাঁ'র পায়। আনুগত্য কর তাঁ'র মনে আর কায়॥ নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া। অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া॥ কৃষ্ণেতর-সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে। সর্ব্বজনে সম-বুদ্ধি করে কৃষ্ণ-ব্রতে॥ তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট। কায়মনো-

বাক্যে সেব, হইয়া নিবিষ্ট ॥ শুশ্রূষা করিবে তাঁ'রে সর্ব্বতো-ভাবেতে। কৃষ্ণের চরণ-লাভ হয় তাঁ'হা হ'তে ॥ ৫ ॥

প্রাকৃত-দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-দর্শন নিষিদ্ধ

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ্-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—ইহ (এই জগতে) [স্থিতস্য (অবস্থিত)] ভক্তজনস্য (শুদ্ধভক্ত-জনে) দৃষ্টৈঃ (আপাত পরিলক্ষিত) স্বভাবজনিতৈঃ (স্বভাবজাত) বপুষঃ চ দোষৈঃ (ও দেহের দোষহেতু) [তাঁহার] প্রাকৃতত্বং (প্রাকৃত-ভাব) [কাহারও] ন পশ্যেৎ (দর্শন করা উচিত নহে)। নীর ধর্ম্মৈঃ বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্কৈঃ (জলের ধর্ম্ম—বুদ্‌বুদ্, ফেন ও পঙ্ক-হেতু) গঙ্গাম্ভসাং (গঙ্গাজলের) ব্রহ্মদ্রবত্বম্ (দ্রবীভূত ব্রহ্ম-স্বরূপতা) খলু (কখনও) ন অপগচ্ছতি (বিলুপ্ত হয় না) ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ—এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাত দৃষ্ট দোষসমূহের নিমিত্ত সেই শুদ্ধভক্তের প্রাকৃত-ভাব দর্শন করা (অর্থাৎ তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা) কাহারও উচিত নহে। জলের ধর্ম্ম—বুদ্‌বুদ্, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতা-হেতু গঙ্গাজলের দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব কখনও লোপ পায় না ॥ ৬ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া

তাঁহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়,—ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত, স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে ; যথা—কদর্য্য-লক্ষণ, পীড়া, কু-গঠন, জরাদি-জনিত কু-দর্শন—এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্ম-প্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্‌বুদ্‌-ফেন-পঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকার-ধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্বদোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং, ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তত্তদ্দোষ-দৃষ্টি-ক্রমে হেয় জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন ॥ ৬ ॥

হরি হে !

নীরধর্ম্ম-গত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ॥
বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥
সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন! সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত ॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া ॥

অনুবৃত্তি—ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীর-দোষসমূহ-দ্বারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে, মনে করিতে হইবে না। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"—(গীতা ৯।৩০-৩১)॥ কৃষ্ণভক্ত প্রভুবংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে 'গোস্বামী', 'প্রভু' না জানিলে প্রাকৃত-দর্শন হয় মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্য্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকুল-প্রসূত হরিজন—উভয়েই হরিজন; তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত-বপু-দোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তকে লৌকিক-দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য-পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়। আবার, ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণ-কারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে, উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হ'ন। যিনি অনন্য-শুদ্ধভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে, যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীন-বুদ্ধি

করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হ'ন। আবার, অনন্য-ভক্তি-লাভ করিবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গ-দ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজন-বিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হ'ন। তজ্জন্য প্রাকৃত-দৃষ্টির পরিমাণ-মতে ভক্তকে দর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান—অনন্য ভক্তির বিনাশ-কারক নহে; পরন্তু, অল্পবুদ্ধিদ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্য-ভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে-সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্য্য-বংশ্য ও বৈষ্ণববংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে, জানিয়া নিজের প্রাকৃত-দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন, অথবা ভক্তির অলৌকিক-চেষ্টা সমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পা'ন, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি-মদোন্মত্ত হইয়াও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধ-মহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু, সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণব-গুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃতদৃষ্টিতে

সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ, প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে, জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য ॥ ৬ ॥

শ্রীল সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষ্য—"শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তাঁ'র স্বাভাবিক দোষ। আর, তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ॥ প্রাকৃত-দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥ হীন-অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ। সিদ্ধভক্তে হীন জ্ঞানে না পা'বে সন্তোষ॥ ব্রহ্মদ্রব-গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন। বুদ্‌বুদ্-ফেন-পঙ্ক-জলের মিলন॥ অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়। তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥ সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি'। গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি'॥ ৬॥"

অবিদ্যাবিনাশ ও নামে রুচি-উদয়ের উপায়

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

অন্বয়—নু (অহো!) কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি-সিতা অপি (কৃষ্ণের নাম-চরিত-প্রভৃতিরূপ মিছরিও) অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-

রসনস্য (অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অত্যন্ত-তপ্ত রসনার) রোচিকা (রুচিকরী) ন স্যাৎ (হইতে পারে না)। কিন্তু, সা এব (তাহাই) অনুদিনং (প্রতিদিন) আদরাৎ (শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত) জুষ্টা [সতী] (সেবিতা হইলে), খলু (নিশ্চয়ই) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদ্বী (স্বাদু [সতী]) হইয়া) তদ্‌গদমূল-হন্ত্রী (সেই পিত্তরোগের নির্মূলকারিণী) ভবতি (হয়)।

শ্লোকার্থ—অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিত-প্রভৃতি-রূপ মিছরিও অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু, তাঁহাই (শ্রীকৃষ্ণনামাদি) প্রত্যহ শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত সেবিত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্বাদু হইয়া সেই রোগমূল- বিনাশক হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—তৃতীয় শ্লোকে যে-সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণ-নামাদি-অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনাম-চরিতাদিকীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু, আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে নাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা-রোগকে নাশ করত পরম স্বাদ্বী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপ বিভুচৈতন্য-সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীব-নিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করত স্ব-স্বভাব-ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার, সাধুগুরু-প্রসাদে অনুদিন সেই নাম-চরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে

স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে-পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই-পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি-বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যানাশ হয়। সিতোপলাই তুলনা-স্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না; ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্তের যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব, পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণনামোদিত রূপলীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে ॥ ৭ ॥

হরি হে!

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর ॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতোপল যেন, নাশি' রোগমূল,
ক্রমে স্বাদু হয় হরি!॥
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।

অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব ॥

অনুবৃত্তি—কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি—মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা—পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতা-ক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু, যদি আদরেরর সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-বাসনারূপ জড়ভোগ-ব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে, নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥"—(শ্রীপদ্ম পুঃ স্বঃ খঃ ৪৮অঃ)। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি, এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াতে অভিন্নবস্তুজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে বহুমানন করিয়া, নিজ-স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনাম-বলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান, কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে-সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে ॥ ৭ ॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা—"কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয় ॥ অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তা'তে জিহ্বা তপ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্ত-হেতু সুপ্ত ॥ অপ্রাকৃত-জ্ঞানে যদি লও, সেই নাম। নিরন্তর নাম

শৈলে ছাড়ে পীড়া-ধাম ॥ নাম-মিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া। নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া ॥ ৭ ॥”

শ্রীব্রজভজন-প্রণালী

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—ক্রমেণ (ক্রমানুসারে) তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ (তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-চরিতাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন ও অনুস্মরণে) রসনামনসী (রসনা ও মনকে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) ব্রজে তিষ্ঠন্ (ব্রজে বাস-পূর্ব্বক) তদনুরাগি-জনানুগামী [সন্] (শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া) অখিলং (সমস্ত) কালং নয়েৎ (সময় যাপন করিবে)—ইতি উপদেশসারং (ইহা উপদেশের সার) ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ—সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রমের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া, শ্রীব্রজে বাস-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যাপন করিবে—ইহাই উপদেশ-সার।

পীয়ূষবর্ষিণী বৃত্তি—এই অষ্টম শ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য-সাধনাভিপ্রায়ে নাম-রূপ-চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণ-বিধি-যোগে রসনা ও মনকে

নিযুক্ত করিয়া, ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগি-জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায়, মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা ॥ ৮ ॥

হরি হে!
শ্রীরূপগোসাঞি শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
জান, মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পা'বে নাম-গানে ॥
কৃষ্ণনাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতনে করি'।
রসনা-মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রমবিধি অনুসরি' ॥
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগ হঞা,
স্মরণ, কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর ॥
হা! রূপগোসাঞি! দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা ॥

অনুবৃত্তি—অজাতরুচি সাধক অন্য-রুচিপর রসনা ও অন্যা-ভিলাষী মনকে ক্রম-পন্থানুসারে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন

ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া, জাতরুচি-ক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন-পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন,—ইহাই অখিল উপদেশসার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ-দশা; তৎকালে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শুনিতে শুনিতে বরণদশায় উপস্থিত হইলে শ্রুত-বিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা হয়। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি-ভেদে—স্মরণ পাঁচ প্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপ ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি ও ব্যবধান-রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণ-দশার পরেই আপন-দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে, সম্পত্তি দশায় বস্তু-সিদ্ধি। বৈধ-ভক্তগণ "কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।"—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬)। তাহাতে তাঁহাদের রুচি জন্মে, রুচি জন্মিলে—"বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৮)। "রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসিজনে। তা'র অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৫)। "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"—(শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১০৪ শ্লোক)। "রাগময়ী-ভক্তির হয়—'রাগাত্মিকা'-নাম। তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে 'রাগানুগা'র প্রকৃতি॥"

"বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৮-১৪৯, ১৫২-১৫৩)। "সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধ-রূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫১)। "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫৫)। "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥"—(শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১১৭ শ্লোক)। "দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ।"—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫৭)। শান্তরসে গো-বেত্র-বেণু-কদম্বাদি, দাসরসে চিত্রক-পত্রক-রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব-শ্রীদাম-সুদামাদি, বাৎসল্যরসে নন্দ-যশোদাদি, মধুররসে শ্রীরাধিকা-ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই উপদেশ সার॥ ৮॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষ্য :—"কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন-উদয়॥ কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্ত্তন-স্মরণকালে ক্রম-পথে ধায়॥ জাতরুচি-জন জিহ্বা-মন মিলাইয়া। কৃষ্ণ-অনুরাগি-ব্রজজনানু-স্মরিয়া॥ নিরন্তর ব্রজবাস, মানস-ভজন।—এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ॥ ৮॥"

ভজনীয়-স্থানসমূহের তারতম্য

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

অন্বয়—জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-হেতু) মধুপুরী (মথুরা-নগরী) বৈকুণ্ঠাৎ বরা (বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা); তত্র অপি বৃন্দারণ্যং (তাহা হইতেও বৃন্দাবন) রাসোৎসবাৎ [বরং] (রাসোৎসব-নিবন্ধন (শ্রেষ্ঠ)); তত্র অপি গোবর্দ্ধনঃ (তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন) উদারপাণি-রমণাৎ (নিজ-জনে প্রেমবিতরণে মুক্তহস্ত শ্রীকৃষ্ণের রমণ বা কেলি বশতঃ [বরঃ] (শ্রেষ্ঠ); ইহ অপি (গোবর্দ্ধন-প্রদেশেও) রাধাকুণ্ডং (শ্রীরাধা-কুণ্ড) গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ (শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবন-হেতু) [বরং] (শ্রেষ্ঠ)। কঃ বিবেকী (কোন্ ভজন বিচার-নিপুণ জন) গিরিতটে বিরাজতঃ (শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন-প্রদেশে বিরাজমান) অস্য সেবাং ন কুর্য্যাৎ (এই কুণ্ডের সেবা না করিবেন)? ৯॥

শ্লোকার্থ—মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ-হেতু (অজ শ্রীনারায়ণের ধাম) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন উদারপাণির (শ্রীকৃষ্ণের) রমণ বা কেলি-

বশতঃ শ্রেষ্ঠ ; এই গোবর্দ্ধন-প্রদেশেও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনহেতু শ্রেষ্ঠ। (অতএব), কোন্ ভজন-বিচার-নিপুন জন শ্রীগোবর্দ্ধন-তটে বিরাজমান এই শ্রীকুণ্ডের সেবা না করিবেন ? ৯ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—ভজনস্থান-মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবমশ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্ম-নিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণ-স্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন ? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গ-দেহে নিরন্তর বাস করত পূর্ব্বোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত-ভাষা—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুরমণ্ডল। তদপেক্ষা বৃন্দাবন—যথা রাসস্থল ॥ তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন—নিত্য কেলিস্থান। রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥

অনুবৃত্তি—পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্মনিবন্ধন মথুরা-মণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন—মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্দ্ধন—বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া, গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ।

কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধন-গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা-বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব—শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠা-সেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি-সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ॥ ৯ ॥

শ্রীল-সরস্বতী ঠাকুর-কৃত-ভাষা—"বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা 'মথুরা' নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥ মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ 'বৃন্দাবন'-ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম ॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ 'গোবর্দ্ধন-শৈল'। গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ 'রাধাকুণ্ড-তট'। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥ গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ—পুষ্পবাড়ী॥ নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ড-তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥"

সাধক ও ভক্তের স্তরভেদ

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

অন্বয়—কর্ম্মিভ্যঃ (কর্ম্মিগণ অপেক্ষা) জ্ঞানিনঃ (ব্রহ্ম

জ্ঞানিগণ) হরেঃ (শ্রীহরির) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) প্রিয়তয়া (প্রিয়রূপে) ব্যক্তিং যযুঃ (প্রকাশ পাইয়াছেন)। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমা (জ্ঞানবিমুক্ত-একান্ত ভক্তগণ) [হরেঃ পরিতঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ] (শ্রীহরির সমধিক প্রিয় বলিয়া বিজ্ঞাত) ; ততঃ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্তি-পরায়ণগণ অপেক্ষা) প্রেমৈকনিষ্ঠঃ (একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ) [শ্রীহরির সমধিক প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ] ; তেভ্যঃ (তাঁহাদিগের অর্থাৎ প্রেমৈকনিষ্ঠগণ অপেক্ষা) তাঃ (সেই সকল প্রসিদ্ধ) পশুপালপঙ্কজদৃশঃ (পশুপাল—গোপ, পঙ্কজদৃশঃ—কমলাক্ষীগণ, অর্থাৎ গোপসুন্দরীগণ) [শ্রীহরির সমধিক প্রিয়া বলিয়া খ্যাত] ; তাভ্যঃ অপি (গোপীগণ অপেক্ষাও) সা রাধিকা (সেই শ্রীরাধিকা) [শ্রীহরির সমধিক প্রিয়ারূপে বিদিত], ইয়ং তদীয়সরসী (এই তাঁহার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) তদ্বৎ (শ্রীরাধার তুল্য) প্রেষ্ঠা [শ্রীকৃষ্ণের] (প্রিয়তমা)। [অতএব,] কঃ কৃতী (কোন্ ভাগ্যবান্ জন) তাং ন আশ্রয়েৎ (শ্রীরাধাকুণ্ডকে আশ্রয় না করিবেন) ? ১০ ॥

শ্লোকার্থ—(সত্ত্বগুণী) কর্ম্মিগণ (কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ) অপেক্ষা (গুণত্রয়বর্জ্জিত) জ্ঞানিগণ (শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য সামান্যাবির্ভাব-সাম্মুখ্যাৎ) শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত। তাদৃশ জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ-ভক্ত গণ (শ্রীসনকাদি), তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ (শ্রীনারদাদি), তদপেক্ষা গোপসুন্দরীগণ, তদপেক্ষাও

সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়ারূপে প্রসিদ্ধা। শ্রীরাধার এই সরোবর (শ্রীকুণ্ড) শ্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। অতএব কোন্ সুকৃতিমান্ জন সেই শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় না করিবেন ? ১০॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—জগতে যত-প্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ড-তটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয় ; তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্ত-মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব-গোপী-মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং, যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করত শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকাল'-ভজন করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-কৃত-ভাষা—চিদন্বেষী জ্ঞানী—জড়কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিচর ভক্ত—তদপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ ॥ প্রেম-নিষ্ঠ ভক্ত—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি। গোপীগণে—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি' মানি ॥ সর্ব্বগোপী-শ্রেষ্ঠা রাধা—কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা। তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা ॥ এ হেন প্রেমের স্থান—গোবর্দ্ধন-তটে আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে ? ১০ ॥

অনুবৃত্তি—যথেচ্ছাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের

প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সৌভাগ্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন ॥ ১০॥

শ্রীল-সরস্বতী-ঠাকুর-কৃত-ভাষা—সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী। হরিপ্রিয়-জন বলি' গায় সব ধর্ম্মী ॥ কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়-তর জন। সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥ জ্ঞানমিশ্রভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানী জন। পর-ভক্তি-সমাশ্রয়ে হরি-প্রিয় হ'ন॥ ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ ॥ গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা ॥ সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন ? ১০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নায়ীর সৌভাগ্য-পরাকাষ্ঠা

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনাবিরচিতং শ্রীউপদেশামৃতৈকাদশকং সমাপ্তম্

অন্বয়—রাধা (শ্রীরাধিকা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেয়সীভ্যঃ অপি (সকল-প্রেয়সী অপেক্ষাও) উচ্চৈঃ (অধিকতর) প্রণয়-

বসতিঃ (প্রেমাশ্রয়)। অস্যাঃ কুণ্ডং চ (ইঁহার কুণ্ডও) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) তাদৃক্‌ এব (সেইরূপই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রিয়বস্তু) [ইতি] (ইহা) মুনিভিঃ (মুনিগণ) [শাস্ত্রে] ব্যাধায়ি (নির্দ্দেশ করিয়াছেন)। ভক্তি-ভাজাং পুনঃ কিং (অপর ভক্তিসেবিগণের আর কি কথা),—যৎ প্রেষ্ঠৈঃ অপি (যাহা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণেরও) অলম্‌ অসুলভং (অতীব দুষ্প্রাপ্য), তৎ প্রেম (সেই প্রেম) ইদং সরঃ (এই শ্রীকুণ্ড) সকৃৎ স্নাতুঃ অপি (একবার মাত্র স্নানকারীর হৃদয়েও) আবিষ্করোতি (প্রকট করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল-প্রেয়সী অপেক্ষাও অধিকতর প্রেমপাত্র। ইহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্র—ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবিগণের (সাধকভক্তগণের) কথা আর কি বলিব—শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্ল্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড একবারমাত্র স্নানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া দেন ॥ ১১ ॥

• পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি—শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মহাত্ম্য-বর্ণন-দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য-প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ, শ্রীরাধাকুণ্ড-সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন। কেবল সাধক-ভক্তাদিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম শ্রীনারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে, সেই কুণ্ড

তাহা অনায়াসে প্রদান করেন। সুতরাং, শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসের যোগ্যস্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করত বাহে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট কালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন চাতুরী ॥ ১১ ॥

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্‌গোস্বামি-বনমালিনঃ। তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়াত্ম-নিবেদিনঃ॥ স্বস্য ভজন-সৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ। ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুম-নিবাসিনা॥ প্রভোশ্চতুঃশতাব্দে চ দ্বাদশাব্দাধিকে যুগে। রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ'পীযূষবর্ষিণী'॥

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-কৃত-ভাষা—সকল-প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা বৃষভানু-সুতা। তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-দয়িতা॥ মুনিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল। ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি' কুণ্ডে স্থির কৈল॥ সাধন-ভক্তির কথা কি বলিব আর। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের দুর্ল্লভ প্রেম-সার॥ নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন। কুণ্ড তাঁরে সেই প্রেম করে বিতরণ॥ ১১॥

অনুবৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধক-ভক্তের তো তাহা দূরের কথা; কিন্তু, একবার-মাত্র শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নানকারি-জনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত-বাস ও প্রেমামৃত-প্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত-স্নান অর্থাৎ প্রাকৃত জড়-ভোগ-বাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে

মানস-ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তর-কালে জীব অপ্রাকৃত নিত্যদেহে সাক্ষাৎ নিত্যসেবা-তৎপর হ'ন। শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নাত-জনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ-পদবী। বিষয়ি-গণের কথা দূরে থাকুক্, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড-স্নান দুর্ল্লভ। শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত-স্নানের কথা আর অধিক কি বলিব! স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করেন॥ ১১॥

চৈতন্যাব্দ চতুঃশত, অষ্টাবিংশ হ'লে গত, হৃষীকেশ দ্বাবিংশ-দিবসে। শ্রীব্রজপত্তনে বসি', চিন্তি' গৌরপদ-শশী, লভি সুখ রূপানুগ-যশে॥ অনুবৃত্তি সমাপ্ত॥

শ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা—শ্রীমতী রাধিকা—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥ মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে। গান্ধর্ব্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥ নার-দাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ। অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥ কিন্তু, রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে। মধুর রসেতে তাঁ'র স্নানে সিদ্ধি ধরে॥ অপ্রাকৃত-ভাবে সদা যুগল-সেবন। রাধা-পাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥১১॥ শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে। কুণ্ড-তীরে স্থান দিবে নিজ-জন ক'রে'॥ 'উপদেশামৃত-ভাষা' করিল দুর্জ্জন। পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন॥ 'উপদেশামৃত' ধরি' রূপানুগ-ভাবে। জীবন যাপিলে কৃষ্ণ-কৃপা সেই পা'বে॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত। কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত॥ ভাবী কালে, বর্ত্তমানে, ভক্তের সমাজ। সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥ ভকতিবিনোদ-প্রভু-অনুগ যে জন। দয়িত-দাসের তাঁ'র পদে নিবেদন॥ দয়া করি', দোষ হরি', বল, 'হরি! হরি!' 'উপদেশামৃত' বারি শিরোপরি ধরি'॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীল-ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-কৃত

শ্রীদশমূল-নির্য্যাস।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ
ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্
॥ ১ ॥

অন্বয়—সংক্ষেপে শ্রীগৌরচন্দ্রোপদিষ্ট তত্ত্ব বলা হইতেছে—তং গৌরচন্দ্রং ভজে (সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি) যঃ (যিনি) আম্নায়ঃ প্রাহ (আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং এই বাক্যের দ্বারা আম্নায়ের প্রমাণত্ব এবং তদুদিত নববিধ প্রমেয় উপদেশ করিয়াছেন)। প্রমেয় সকল যথা—(১) শ্রীহরিই একমাত্র তত্ত্ব; (২)তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট; (৩) সেই হরি নিখিল রসসমুদ্র; (৪) জীবগণ হরির বিভিন্নাংশ; (৫) জীবগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতি কবলিত; (৬) জীবগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতিবিমুক্ত; (৭) চরাচর বিশ্ব হরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ মাত্র; (৮) শুদ্ধ-ভক্তিই বদ্ধজীবের প্রয়োজন-সাধন; (৯)ভাগবৎ-প্রীতিই প্রয়োজন-রূপ সাধ্যতত্ত্ব। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক তত্ত্ব সূচিত হইতেছে॥

অনুবাদ—সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এইপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে—আম্নায়

অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে উক্ত নয়টী প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন ॥ ১ ॥

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সংপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তান্ নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি-সহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥

অন্বয়—অনন্তর সেই অপ্রাকৃত দশমূল তত্ত্ব দশশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে,—স্বতঃসিদ্ধ বেদঃ হরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ ("অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ "ঋগ্বেদ" ইত্যাদি বচনানুসারে বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব" ইত্যাদি 'মুণ্ডক'-বাক্যানুসারে ভগবৎ-প্রিয়ানুচর ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে যে সকল বেদবাক্য শিষ্টসম্প্রদায়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই 'বেদ'-পদবাচ্য,অন্য-কল্পিত বচন-সমূহ নহে; সেই সকল স্বতঃসিদ্ধ-বেদ বচন) প্রত্যক্ষাদি প্রমিতি সহিতং (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সহ) নঃ(আমাদিগের সম্বন্ধে)তান্ প্রমিতি-বিষয়ান(তৎ প্রমিতি বিষয়) নববিধান্ (নববিধ প্রমেয়) সাধয়তি (সাধন করে) [এতদ্বিষয়ে শ্রীজীবপ্রভুকৃত-তত্ত্বসন্দর্ভ-বচন—"অতিব্যুৎপন্ন মতিএবংব্যবহার-বিজ্ঞ হইলেও সকল পুরুষেরই বুদ্ধি ভ্রমাদি চারিটী দোষে দুষ্ট, সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য-স্বভাব পারমার্থিক বস্তুগ্রহণে অযোগ্য ; এই নিমিত্ত তাহাদের কৃত প্রত্যক্ষাদি দশটী প্রমাণও দোষ যুক্ত। অতএব জীবের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অচিন্ত্য-স্বভাব বস্তুর নির্ণয়ে অসমর্থ ; সুতরাং তাহা তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে

পারে না; তবে আমরা সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য-আশ্চর্য্য-স্বভাব বস্তু জানিতে ইচ্ছা করিলে অনাদিকাল হইতে সকল পুরুষ-পরম্পরায় আগত, সমস্ত লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের কারণ অপ্রাকৃত বাঙ্ময় বেদকেই একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করিব। "বেদই আমাদের প্রমাণ" এবিষয়ে এত আগ্রহ কেন? এই প্রকার প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন:— "ব্রহ্মসূত্রে (২।১।১১)—পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি নানাপ্রকার জন্য তর্কের স্থিরতা হয় না; অতএব তর্কের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর জ্ঞান নিশ্চয় হয় না।" "মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২)—"যে সকল পদার্থ চিন্তার অতীত তাহা তর্কের উপযুক্ত নহে।" "ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৩)—শাস্ত্রই ঈশ্বরের জ্ঞানের হেতু।" (২।১।১৭)— "অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৪)—"হে ঈশ্বর! সাধ্য-প্রেম, সাধন—তৎসাধনরূপ ভক্তি, অর্থ—শ্রীভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ ও বৈভবাদি এই সকল পিতৃ, দেব এবং মনুষ্যগণের বোধগম্য না হইলেও আপনার বাক্যরূপ বেদই তাহাদের শ্রেষ্ঠচক্ষু (জ্ঞাপক) অর্থাৎ তাঁহারা আপনার বেদবাণীরূপ উপদেশই স্বয়ং অবগত হইয়া অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগকে সেই সকল তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।" এই সকল বাক্যে মহর্ষি শ্রীব্যাসদেবই "ঈশ্বর-বাণীরূপ বেদ-শব্দই যে মূল প্রমাণ" তাহা স্বীকার করিয়াছেন।] তথা (তদ্রূপ) শক্তিরহিতা তর্কাখ্যা যুক্তিঃ (শক্তিরহিতা তর্কমূলা যুক্তি) ন প্রবিশতি (প্রবেশ করে না অর্থাৎ তর্কমূলক যুক্তিদ্বারা অচিন্ত্য অপ্রাকৃতবস্তুর নির্ণয় হয় না ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্যবিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিবসুরেশ-প্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—দ্বিতীয় শ্লোকে প্রমাণরূপ প্রথম তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া নয়টী শ্লোকে নববিধ প্রমেয় বিশদরূপে বলিতেছেন—বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং (ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বন্দিত শ্রীহরিই একমাত্র তত্ত্ব) স তু নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ রাধাকান্ত (তিনিই নবজলধরবর্ণ চিদ্‌ঘনশ্যাম রাধাকান্ত কৃষ্ণচন্দ্র) [উপনিষ-দুদিতং] যদ্‌ব্রহ্ম তত্তনুমহঃ (উপনিষদ্ উক্ত ব্রহ্ম সেই রাধাকান্তের অঙ্গকান্তি) জগদনুগতঃ বিশ্বজনকঃ পরাত্মা (জগদন্তর্যামী বিশ্বজনক পরমাত্মা) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অংশঃ (তৃতীয় পুরুষা-বতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) ॥

অনুবাদ:—ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গ-কান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎ-প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির

অংশ মাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নব-নীরদ-কান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩ ॥

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—সঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি (পরাশক্তি হইতে অভেদ হইয়াও) স্বে মহিমনি স্থিতো (নিজ অখণ্ডমহিমায় অবস্থিত হইয়াও) তাং ত্রিপদিকাং (চিৎ, অচিৎ ও জীব ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধারূপা একমাত্র শক্তিকে) সকলবিষয়ে প্রেরণ পরঃ স্বতন্ত্রেচ্ছঃ (চিৎ, জীব ও অচিৎ সম্বন্ধীয় কার্য্যসকলে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র-স্বেচ্ছাময়) পরমপুরুষঃ বিজয়তে (পরমপুরুষ হরি বিরাজ করেন)।

অনুবাদ :—তাঁহার অচিন্ত্য পরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ স্বমহিমস্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিরূপ-ত্রিপদিকা শক্তিকে উপযুক্তবিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরম-তত্ত্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান ॥ ৪ ॥

সবৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরত-
স্তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ।
তথা শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদ-তদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—সঃ বৈ (সেই শ্রীকৃষ্ণই) হ্লাদিন্যাশ্চ (স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তির) প্রণয়বিকৃতেঃ হ্লাদনরত (প্রণয়বিকাররূপহ্লাদন-ব্যাপারে রত) পুনঃ তচ্ছক্তেঃ সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ(পুনরায় সেই স্বরূপ শক্তির সম্বিদ্বৃত্তি-প্রকাশিত রহস্য-ভাবে রসিত)। পুনশ্চ তচ্ছক্তেঃ সন্ধিনী কৃতবিশদ তদ্ধামনিচয়ে রসাম্ভোধৌ মগ্নো (পুনর্ব্বার সেই স্বরূপ শক্তির সন্ধিনীবৃত্তি-কৃত ভগবদুপযোগি চিদ্ধাম সমূহে রসসমুদ্রে মগ্ন হইয়া) ব্রজরস-বিলাসী বিজয়তে (ব্রজরসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করেন)॥

অনুবাদঃ—স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—'হ্লাদিনী', 'সম্বিৎ' ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গ-ভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মল বৃন্দাবনাদি ধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান। ইহার ভাবার্থ এই যে,—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ স্বরূপ শক্তির বৃত্তিত্রয় সর্ব্বত্র পরিচিত। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে বৃষভানুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদাহ্লাদ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী হইয়া তিনি মহাভাব-স্বরূপা এবং নিজ কায়ব্যূহ-স্বরূপে অষ্টপ্রকার ভাবকে 'অষ্টসখী,'; 'প্রিয়সখী', 'নর্ম্মসখী', 'প্রাণসখী' ও 'পরম-প্রেষ্ঠসখী'—এইরূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে চারিপ্রকার সখীরূপে প্রকাশ করিয়া-ছেন। ইহারা চিজ্জগৎরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী। স্বরূপশক্তির সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির

সন্ধিনী ব্রজের ভূ-জলাদি বিশিষ্ট গ্রাম, বন, নিকর, তথা গিরি-গোবর্দ্ধনাদি বিলাসপীঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখী-সখা, গোধন, দাসাদির চিন্ময় কলেবর, ও বিলাসো-পকরণ—সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে সর্ব্বদা পরমানন্দরত এবং সম্বিতের প্রকটিত রহস্যজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান। গোচারণাদি এবং রাসলীলাদি—সমস্তই সম্বিদাশ্রিত-কৃষ্ণক্রিয়া। সন্ধিনীকৃত ধামে ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ সর্ব্বদা রসমগ্ন। শ্রীকৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয়।

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতি-পতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবোমুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥৬॥

অন্বয়—ভগবত্তত্ত্ব সমালোচনা করিয়া বিভিন্নাংশ জীব স্বরূপের বর্ণন করিতেছেন—সূর্য্যস্য হরেঃ অণব ইব (সূর্য্যর কিরণপরমাণুর ন্যায়) চিদণবঃ (জীব সমূহ) তে তু ঋদ্ধাগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গা ইব (সমৃদ্ধ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায়) অপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ (তটস্থ শক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া ভগবানের সহিত অভেদ হইয়াও অণুত্বহেতু নিত্য পৃথক্) যস্য বশে মায়া স এব ঈশ্বরঃ প্রকৃতিপতিঃ (যাঁহার বশে মায়া কার্য্যকারিণী সেই হরিই প্রকৃতিপতি ঈশ্বর) স জীবঃ মুক্তঃ অপি (সেই জীব মুক্ত হইলেও) স্বগুণতঃ (নিজগুণে অর্থাৎ স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে

ভোগবাঞ্ছাহেতু) প্রকৃতিবশযোগ্যঃ (মায়ার বশীভূত হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট) [এতদ্দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের ভেদ বিচারিত হইল।]॥

অনুবাদ :—উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। ঈশ্বরও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য-বশীভূতা দাসী আছেন, ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ॥ ৬ ॥

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্ম্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয় –সেই জীবগণের দুইটী বর্গ—একটী অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ, অপরটী অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ। নিজ জ্ঞানভাব হেতু উন্মুখ, আর জ্ঞানাভাব হেতু বহির্ম্মুখ। ভগবদুন্মুখতা গুণে ভগবৎ পরিকররূপে অবস্থিত, আর বহির্ম্মুখতা দোষে মায়া-পরাভূত হইয়া সংসারী। প্রকৃতি কবলিত জীবের লক্ষণ বলিতেছেন—স্বরূপার্থৈঃ হীনান্ (স্বরূপ জ্ঞান নিজ চিৎস্বরূপ জ্ঞান, তদ্রহিত অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানশূন্য) নিজ সুখ-

পরান্ (হরিভজন ত্যাগপূর্ব্বক নিজেন্দ্রিয় তর্পণপর কামী) কৃষ্ণ বিমুখান্ (কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব—ইহা ভুলিয়া জড়সুখ ভোগ-বাঞ্ছাপর) অতএব দণ্ড্যান্ (দণ্ডযোগ্য জীবগণকে) হরের্মায়া (শ্রীহরির মায়া বহিরঙ্গা শক্তি) গুণ-নিগড়জালৈঃ (সত্ত্বাদি গুণরূপ নিগড়ের দ্বারা) কলয়তি (বন্ধন করে) স্থূলৈর্লিঙ্গৈ-র্দ্বিবিধাবরণৈঃ (পুনশ্চ স্থূলভূতময় এবং লিঙ্গ—মনবুদ্ধিঅহঙ্কারময় আবরণদ্বয়দ্বারা) ক্লেশনিকরৈঃ ক্লেশ সমূহ দ্বারা ; ক্লেশ—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যাভেদে ত্রিবিধ, তদ্দ্বারা) মহাকর্ম্মালানৈঃ (কর্ম্ম জড় অদৃষ্টাদি শব্দবাচ্য অনাদি ও বিনাশী, সেই কর্ম্মই আলান অর্থাৎ বন্ধন-স্তম্ভ, তদ্দ্বারা) পতিতান্ (সেই পতিত বদ্ধ জীব-গণকে) স্বর্গনিরয়ৌ নয়তি (জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মবশে স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :—স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই রূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান ॥ ৭ ॥

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্-বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়—ভগবদ্ভক্তি ভাব দ্বারা প্রকৃতিমুক্ত জীবগণের স্বরূপ বর্ণনোদ্দেশ্যে বদ্ধজীবগণের স্বরূপ লাভ প্রক্রিয়া বলিতেছেন—যদা (যে সময় কর্ম্মমার্গাশ্রিত নানা যোনি ভ্রমণ কালে) ইহ (এই ভারতবর্ষে) কদাচিৎ (সঞ্চিত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে কোন সময়ে) হরিরসগলদ্-বৈষ্ণবজনং (হরিভক্তিরস গলিত চিত্ত কোন বৈষ্ণবকে) সংপশ্যন্ (সন্দর্শন পূর্ব্বক) তদনুগমনে (তাঁহার চরিত্র অনুসরণে—কৃষ্ণভক্তি যাজনে) রুচিঃ স্যাৎ (রুচি জন্মে), তদা স কৃষ্ণাবৃত্ত্যা (তৎকালে সেই জীব কৃষ্ণনামাদি-গ্রহণরূপ চিদনুশীলন) ক্রমে শনৈঃ (ধীরে ধীরে) মায়িকদশাং ত্যজতি (মায়াবদ্ধদশা ত্যাগ করে) স্বরূপং বিভ্রাণো (আর নিজ চিৎস্বরূপ প্রাপ্তিরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া) বিমলরসভোগং (প্রেমানন্দাস্বাদ) কুরুতে (করেন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ—সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ-জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে ; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তি-ক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন ॥ ৮ ॥

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং কলিমলম্ ।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—সমস্ত চিদচিৎ জগৎ শ্রীহরির শক্তি প্রকাশ—ইহা জানাইতেছেন—সর্ব্বং চিদচিৎ অখিলং (চিৎ ও অচিৎ সমগ্র জগৎ) হরেঃ শক্তেঃ পরিণতিঃ (শ্রীহরির শক্তি পরিণাম) স্যাৎ (হইয়া থাকে) বিবর্ত্তং (মায়াবাদিমতে যে বিবর্ত্তবাদ অর্থাৎ একে অন্যভ্রম)স ন সত্যম্ (তাহা সত্য নহে) শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং(শ্রুতি-প্রমাণ বিরুদ্ধ) কলিমলম্ (অতএব বিবর্ত্ত জ্ঞান কলিযুগের মলস্বরূপ হেয় বলিয়া জানা কর্ত্তব্য) ততঃ নিত্যবিষয়ে (নিত্য বস্তু শ্রীহরিতে) প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি (প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার সিদ্ধি হইয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :—সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্ত্ত-বাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেম সিদ্ধি হয়।

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্ ।
নবাঙ্গানি শ্রদ্ধা-পবিত-হৃদয়ঃ সাধয়তি বা
ব্রজে সেবালুব্ধো বিমলরসভাবং স লভতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—এতাবৎ সম্বন্ধ জ্ঞানের আলোচনা করিয়া অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বলিতেছেন—শ্রুতি কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ নতি পূজাবিধিগণাস্তথাদাস্যং সখ্যং পরিচরণমপি আত্মদদনং (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, প্রণাম, অর্চ্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদনরূপ) নবাঙ্গানি (এই নববিধ অঙ্গ সমূহ) শ্রদ্ধা-

পবিত্ত হৃদয়ঃ সাধয়তি বা (শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে যিনি সাধন করেন) স ব্রজে সেবালুব্ধো বিমলরস ভাবং লভতে (ব্রজসেবালোভী সেইভক্ত বিমলরসভাব—মধুরাদিভাব প্রাপ্ত হন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে ব্রজসেবা লোভে অনুশীলন করেন তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—পূর্ব্বোক্ত দশশ্লোকে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক জীবের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—জীবানাং কঃ প্রভু কঃ জীব ইদং অচিৎ বিশ্বং কথং বা এতদর্থত্রয়ং বিচার্য্য (জীবগণের প্রভু অর্থাৎ উপাস্য বা নিয়ন্তা কে, জীবগণ কে এবং এই অচিৎ অর্থাৎ জড়বিশ্বই বা কেন রচিত হইয়াছে—এই অর্থত্রয় বিচার করতঃ) হরিভজন কৃচ্ছাস্ত্রচতুর (শাস্ত্রযুক্তিমূলে পূর্ব্বোক্ত অর্থত্রয়ের বিচার দ্বারা হরিভজনে নিযুক্ত ব্যক্তি) অভেদাশাং (আমি ব্রহ্ম—ব্রহ্মের সহিত এইরূপ অভেদ বিচার) ধর্ম্মান্ (কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি ধর্ম্ম সকলকে) সকলমপরাধং (নামাপরাধ ও সেবাপরাধ সকল) পরিহরন্ (পরিত্যাগ করিয়া) হরিদাসঃ (বৈষ্ণব জীব) হরিজনৈঃ হরের্নামানন্দঃ পিবতি (হরিভক্তগণ সহ হরিনামানন্দ পান করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :—কৃষ্ণ কে ? আমি জীবই বা কে ? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি ? এই সকল বিষয় বিচার পূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকল প্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিদাসস্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১১ ॥

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—দশমূলং সংসেব্য (এই শিক্ষাদশমূলের সেবা করিয়া) অবিদ্যাময়ং হিত্বা (অবিদ্যারূপ ব্যাধি নাশ করিয়া অর্থাৎ লোকে যেমন দশমূল পাঁচন সেবন করিয়া জ্বরাদি ব্যাধি নাশ করে তদ্রূপ এই শিক্ষাদশমূলের সেবাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা নাশ করিয়া) সাধুসঙ্গতঃ ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে (সাধুসঙ্গে প্রেমভাবের পোষণ ও নিত্যানন্দ লাভ করেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদঃ—এই শিক্ষা দশমূলের সেবা করিয়া জীব অবিদ্যারূপ রোগ নাশ করিয়া সাধুসঙ্গে প্রেমভাবের পোষণ ও নিত্যানন্দ লাভ করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীদশমূল-নির্যাস

বিবৃতি

সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রথম বিষয়—শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদকান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন্। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাত-মাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গা-রূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীব-শক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়াশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটী প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিল রস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ

দেদীপ্যমান ; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোরবয়স-যুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ় ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-দৃষ্টি-যুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্ব-সুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্ (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই ৫০এর উপর আর ৫টী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। ১। সর্ব্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত। পরব্যোম্-নাথ নারায়ণাদিতে আর ৫টী গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিংবা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটী-

ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতি-দায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব,—এই ৫টী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান, এই ৬০ গুণের অতিরিক্ত আর ৪টী গুণ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলার-কল্লোল-সমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেমমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত-গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধ রূপ-সৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছেন। এই ৬৪ গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়—পূর্ব্ব তিনটী বিষয় ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির তটস্থ-বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশ রূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্য দাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু; তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্‌বিগ্রহ বিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ৫০টী গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধ-

জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছা ক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখনও নরকাদির ভোগ হয়—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্য-জনক কোন শুভকর্ম্ম দ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়—এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত-প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন,

তিনি পূর্ব্ব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতি বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়—যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয় ; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়—১ম হইতে ৬ষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটী বিষয়ের সুন্দররূপ

---

*"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্-বিধা শরণাগতিঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে,—জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, 'মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না ; তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাস করতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চন ভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস ও অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্ত-বাদাদি-তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ ও অখিলব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ এবং অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ডে আমার নিত্য অবস্থান নয় ; ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়—সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়াছে, অনন্য ভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই—"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি-রুত্তমা॥" আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি। জীবের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন-পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্য ভাব। ইহাতে ভজন ক্রিয়ার একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে, এই উদ্দেশ্যে ; তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন নির্ব্বাহে জ্ঞানচেষ্টা ও কর্ম্মচেষ্টা অবশ্য হইবে। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধ ভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণ-শূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা

উচিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্ঠী-বিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরি-ভক্তি-শাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটী মুখ্য। অপরাধ *বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণব সঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্যবার্ত্তার প্রাতিকূল্যভাবে অনুশীলন না

*[অপরাধ দুই প্রকার সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য—(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা বাচকশাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৪) নামের-মহিমা কেবল স্তবমাত্র, এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নাম-বলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটী নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন ; কিছুতেই যায় না। কেবল নিরন্তর সাধুসঙ্গে নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নাম-গ্রহণ-মাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।]

করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটী নিষেধ পালন করা নিত্যান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধীভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভদ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধন-ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভই কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয়—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্যা-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধী সাধনের চেষ্টাময় অনু-শীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্য-প্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে প্রেম হয়, এই রসের নাম দাস্য-রস। দাস্য-রসে সম্ভ্রম প্রচুর-রূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের

উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয় ; ইহার নাম সখ্য-রস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্য-রস বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্য-ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাব-বিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরাশক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপ শক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-করতঃ জীব নির্ম্মল হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দসুখ, নিত্য সম্ভোগ করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম বিচিত্র ভাব। নির্ভেদ-ব্রহ্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ-গোস্বামি প্রদত্ত ক্রম যথাঃ—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমাপ্রোত্থন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোৎপলা॥" প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও

ক্রমে ভাব উদয় হয়, ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয় প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমুল। ইহা সেই দশমূলের নির্যাস। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই এই দশমূল-নির্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়। গুরুচরণ হইতে ভজন শিক্ষা। ভজনদ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদি-ক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই—দশমূল সেবন। দশমূল-নির্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার করিবেন। "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী-হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥" ইহার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তিনি সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি; হে দীনতরণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলি সদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে-পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন্, ইহা স্থির রাখিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব

চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্য দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূল জ্ঞান-দ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ-তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময় শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং ভক্তিসূচক তাঁহাকে একটী নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ-সিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরিপক্ব করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শরীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানি-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনামগ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তৎ শাস্ত্র দৃষ্টে উপদেশ দিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে

ক্রমে ক্রমে দূর হয়। ‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞান উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধনজনসুখ,—সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী-শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপ-যুক্ত লোক শ্রীশ্রীমন্মাহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না। ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত॥

———